আর্ রিসালাতুস্ সানিয়াহ ফিস্
সালাত ওয়ামা ইয়াল্যামু ফীহা

নামায

এবং উহার অপরিহার্য করণীয়

মূল ঃ
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)

অনুবাদ ঃ
আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহঃ)

আর্-রিসালাতুস্ সানিয়াহ্ ফিস্
সালাত ওয়ামা ইয়াল্যামু ফীহা

নামায
এবং উহার অপরিহার্য করণীয়

মূল ঃ
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)

অনুবাদ ঃ
আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহঃ)

প্রকাশক ঃ
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
২০৬/এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি
রোড - ১৯ (পুরাতন)
ঢাকা-১২০৯

চতুর্থ প্রকাশ ঃ যিলহাজ্জ ১৪২৫ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন (বংশাল), ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২
২। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
১৭৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৬৬৭০৫
৩। আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৭১৬৫১৬৬
৪। আল-মদীনা ক্লথ স্টোর
বড় বাজার, মেহেরপুর, ফোন ঃ ০৭৯১-৬২৮৯১, ০১৭২-৮৮৯৯৮০

মূল্য ঃ অফসেট ঃ ৬০/= (ষাট) টাকা
হোয়াইট ঃ ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

Ar-Resalatus Saniya Fis Salat Wama Yaljamu Fiha. Translated by Allama Abu Muhammad Alimuddin (Rh.) & Published by Abu Abdullah Muhammad, Ph:0088-02-8125888 (R)

আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

– কিছু কথা –

মহান ও মহীয়ান পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা-র জন্য সমস্ত প্রশংসা। পৃথিবীর একমাত্র পথ প্রদর্শক, সীরাতে মুস্তাকীম-এর দিক নির্দেশক, রাহ্‌মাতুললিল আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দীন ইমামুল ইমাম- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) (১৬৪–২৪১ হিঃ)-এর "নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয়" গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ ও প্রকাশনা উপলক্ষে 'কিছু কথা' লিখতে বসে মনে পড়ছে ঃ আজ হতে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে আব্বা মরহুম আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহঃ) উল্লিখিত গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশের একান্ত বাসনায় নিজের এক খণ্ড জমি বিক্রি করে বিনামূল্যে প্রচার করেন। পরবর্তীতে সউদী আরব সরকার গ্রন্থটি লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রচার করেন। সম্প্রতি ঢাকাস্থ 'আল ফোরকান ফাউন্ডেশন'ও গ্রন্থটি প্রকাশ ও প্রচার করে। অতঃপর আমি ঐকান্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে মনে করি ঃ গ্রন্থটি প্রত্যেক মুসলিম ভাই-এর হাতে থাকা অতীব প্রয়োজন। কেননা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন ঃ (আজ থেকে প্রায় বারশত বছর পূর্বে) "তিনি একশত মাসজিদে নামায পড়লেন কিন্তু কোন মাসজিদেই সুন্নাত মুতাবিক নামায পড়তে দেখেননি"। হায়! আজ তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায়?

وجاء في الحديث «أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت تقبل منه سائر عمله وإن ردت صلاته رد سائر عمله».

"হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামাত দিবসে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম যাচাই করা হবে নামাযকে। যদি নামায (সঠিক মতো হওয়ার

কারণে) কবুল করা হয় তবে অন্যান্য আমলও গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার নামায রদ করা হয় তবে তার সমস্ত আমলই রদ হয়ে যাবে।"

তাই নামায সঠিক ও সহীহভাবে আদায় করা অপরিহার্য। কেননা পরকালের একমাত্র পাথেয় এই নামায। আর নামাযই যদি সহীহভাবে না হয় তাহলে দুঃখ আর আফসোসের কোন সীমা থাকবে না।

তাই গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা ভিক্ষা চেয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অগ্রসর হয়েছি। গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে মহামতি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ (فإن أهل الإسلام محتاجون إليه) "মুসলিম-বিশ্ব আজ এই গ্রন্থের মুখাপেক্ষী"। তিনি আরও বলেন ঃ "মুসলিম-বিশ্ব তাদের নামাযের গুরুত্ব হ্রাস করায় এবং নামাযকে হালকা মনে করে আদায় করার কারণে এরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের জন্য এই কিতাবের বিষয় অবগত হওয়া অপরিহার্য।" পাঠকগণও অবশ্যই অনুভব করবেন এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও কল্যাণ কত সুদূরপ্রসারী। আজও যাদের আত্মা সজীব আছে, যাদের হৃদয় সত্যের সুলুক সন্ধানে ব্যাপৃত তাঁরা সীমাহীন উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটির প্রচারের জন্য সনদসহ ৪০ হাজার হাদীসের সংকলক ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) স্বয়ং দু'আ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের যেন সেই দু'আতে সংশ্লিষ্ট করেন। আমীন!

আমি ঐ মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া অন্য কোনই মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, সর্বস্থান ও সর্বক্ষণের জন্য তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমি তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হলাম। আমীন! সুম্মা আমীন!!

জানুয়ারী - ২০০৫ ঈসায়ী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

"আর্ রিসালাতুস সানীইয়া" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ এর ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পক্ষান্তরে বিষয়বস্তু হচ্ছে আস্‌সলাত (নামায) এবং ইসলাম ধর্মে উহার স্থান-গুরুত্ব ও মর্যাদা, কল্যাণ ও ফলশ্রুতি এবং সঠিকভাবে উহার সম্পাদন পদ্ধতি। পুস্তকটি আরবী ভাষায় লিখিত আর লেখক হচ্ছেন মুসলিম জগতের মহাবরেণ্য ইমাম, সনদসহ ৪০ হাজার হাদীসের বৃহত্তম সঞ্চয়ন গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদের স্বনামধন্য সংকলক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একচ্ছত্র অধিনায়ক, ইসলামের শাশ্বত আদর্শের নির্ভীক নিশানবরদার, বলিষ্ঠ চরিত্রের উজ্জ্বলতম আদর্শ, সুন্নাতের একনিষ্ঠ ধারক ও মাযহাবে আহলে হাদীসের বাহক মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল আল বাগদাদী।

নামায হচ্ছে নেক আমল বা মহত্তম কাজসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম, দ্বীনের শ্রেষ্ঠতম স্তম্ভ। মি'রাজের পুণ্য রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ তুহ্‌ফা।

কিয়ামাত দিবসে বান্দাদের আমলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে নামায সম্পর্কে। নামায সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকলে তা কবুল করা হবে, নামায কবুল হলেই অন্য সব আমলও কবুল করা হবে। কিন্তু নামায কবুল হওয়ার শর্তই হচ্ছে তা সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়া। **আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জিব্‌রীল (আঃ) নিজে নামায পড়ে নামাযের সঠিক পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শিখিয়ে দেন।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁর কাছে শিখেছেন ঠিক সেভাবেই নিজে নামায পড়তেন এবং ইমাম হয়ে পড়াতেন।

তিনি উম্মাতের উদ্দেশে বলে গেছেন, "তোমরা ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখো"। তাকবীর তাহ্‌রীমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত তিনি যেভাবে নামায পড়েছেন আর সাহাবীগণকে পড়িয়েছেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এই রিসালায় তার বিশ্বস্ত চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

জামা'আতে আহলে হাদীসের সুবিজ্ঞ ও মুহাক্কিক আলেম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল হাদীস আল্লামা আবূ মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন বাংলা ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ রিসালার অনুবাদ কার্য সম্পাদন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করে একটি মহৎ এবং অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। এ জন্য আমরা তাঁর নিকট শুকর-গুযার।

এই অনুবাদ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় এ যাবৎ প্রকাশিত নামায সম্পর্কীয় অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে অতুল্য এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যে কোন পাঠক মনোযোগসহ আদ্যোপান্ত এই পুস্তক পাঠ করলেই আমাদের দাবীর সত্যতা স্বীকার করবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

আল্লাহ্ এই রিসালার মূল লেখক ও অনুবাদককে তাঁর খাস অনুগ্রহ দ্বারা পুরস্কৃত করুন এবং পাঠক সমাজকেও উপকৃত হওয়ার তওফীক প্রদান করুন। আমীন- সুম্মা আমীন!!

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল্ হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

মুহাম্মদ আবদুর রহমান
সম্পাদক, আরাফাত

كلمة المترجم حول الكتاب المقدم بين أيدي القارئ

بسم الله الرحمن الرحي

الحمد الله الذي يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، له الخلق ولأمر، تبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين خاتم النبين محمد وآله وصحبه وأتباعهم الصادقين إلى يوم الدين.

وبعد، فهذا كتاب موسوم بالرسالة السنية لإمام أهل السنة الإمام الهادي أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في الصلاة وما يلزم فيها-نعد من سعادتنا في ترجمتنا كتابه هذا. كانت هذه الرسالة-حسب ما أعلم-مخفية عن عيون الطالبين، وإنما نسمع بذكرها في بطون الدفاتر وفي ترجمة مهنا بن يحى الشامي، فالشكر الجميل للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد-بالرياض- حيث أصدروا هذا الدر الثمين في مجموعة الحديث مع رسائل وكتب عديدة من ص ٤٢١-٤٥٠ فجاءت بحمد الله عز وجل فى صورة الرسالة المفردة يتداولها كل من يريد الانتفاع بها، فهي أحرى أن تكون بيد كل من يقرأ من أبناء المسلمين، لا أقول هذا أنا وحدي، بل قال الإمام بنفسه فى آخر هذه الرسالة، وهذه مقولته رحمه الله ورضى عنه: «رحم الله امرأ احتسب الأجر والثواب فيبث هذا الكتاب فى أقطار الأرض؛ فإن أهل الإسلام محتاجون إليه لما قد شملهم من الاستخفاف فى صلاتهم والإستهانة بها» وإني بينت مواضيع الكتاب على رأس كل صفحة كما فى أصل المطبوع، وأرجو بأني قد أديت الأمانة فى الترجمة من ذكر الآيات والأحاديث والآثار ومن نصوص الإمام مافيه متسع للوقوف على أصل الموضوع لمن يعرف العربية، فمواضيعه قرة لعيون العابدين ورأس مال من أراد التقرب بالسجود لاحكم الحاكمين، تقبل الله منا هذا السعي وحشرنا مع زمرة محبي الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، والله هو ولي كل مؤمن ومؤمنة. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وأنا المعترف بذنوبى الراجي رحمة ربي **أبو محمد عليم الدين الندياوي.**

كلمة للشيخ عبد المتين عبد الرحمن السلفي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد: فإن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأمم تشريفا، وأكملهم دينا، وأعظمهم نبيا، وإن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأمة واجتباهم وما جعل عليهم فى دينهم من حرج ، فجعل أرضه لهم مسجدا وطهورا تيسيرا على عباده المؤمنين، ففرضت الصلاة ليلة المعراج فوق سبع سموات ، فكلما حان وقت الصلاة أقيمت لها، فإذا أقيمت الصلاة تساوت الصفوف واصطف المصلون كما تصطف الملائكة، ولا تترك فرجات بين المصلين، فيتم الصف الأول ثم الذي يليه، ولا يسبق أحد الإمام ولينظر كل إلى موضع سجوده، وليعرف عظمة من هو واقف أمامه وليطرح الدنيا خلفه، ولا يشغلنه الشيطان بشئ وليعلم أنه أمام ربه، فلا ينبغى أن يصدر منه ما لا يرضى ربه ومولاه، (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله).

فالكتاب الذي نحن بصدده: الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها-لإمام الأئمة وأهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل-تغمده الله بشآبيب رحمته. لقد اعترف المحدثون بفضله وفضل كتابه الذي حول الصلاة التي هي أعظم العبادات شأنا وأكبرها عند الله قربة، فقد قام بترجمته فضيلة شيخنا أبو محمد عليم الدين الندياوى إلى اللغة البنغالية تعميما للفائدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المترجم مساعيه الحسنة ويجزى المؤلف بالثواب العظيم ويشكر المترجم بالأجر الجزيل ويرزقنا جميعا لما فيه مصلحة دينه وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه إنه سميع مجيب.

عبد المتين عبد الرحمن السلفي

مبعوث الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية والافتاء رالدعوة والإرشاد بالرياض إلى بنغلاديش-تحريرا ١-١ ١٩٨٣م

بسم الله الرحمن الرحيم

قال القاضى أبو الحسين رحمه الله في طبقاته في ترجمة مهنا بن يحي الشامي رحمه الله صاحب الإمام أحمد قال أخبرناالمبارك قراءة قال أخبرنا إبراهيم قال أخيرنا ابن عمير قال أخبرنا الطيب قال أخبرنا أحمد القطان السهيمي قال أخبرنا سهل التسترى قال قرأ علينا مهنا بن يحي الشامي .هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها، وما يلزم من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام لما قد شملهم من الا ستخفاف بها والتضييع لها، ومسابقة الإمام فيها كتبه أبو عبدالله أحمد بن محمد حنبل رضي الله عنه إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات-

কাযী আবুল হুসাইন তাঁর তাবাকাতে ইমাম আহমাদ (রহ)-এর ছাত্র মাহনা ইবনে ইয়াহইয়া শামীর জীবনী বর্ণনায় বলেছেন ঃ আমাদেরকে মুবারক নামক ব্যক্তি পঠন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ইবরাহীম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদেরকে ইবনে ওমায়ের বর্ণনা করতে বলেছেন যে, আমাদেরকে (আত্‌তাইয়েব) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর বর্ণনায়) বলেছেন, আমাদেরকে আহমাদ আল কাত্তান সুহায়মী বলেছেন যে, সাহল তুসতারী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, মাহনা ইবনে ইয়াহইয়া শামী আমাদেরকে এই ব'লে পড়ে শুনিয়েছেন যে, এটা এমন একটা কিতাব যা নামায ও উহার গুরুত্ব সম্পর্কে এবং নামাযকে পূর্ণরূপে আদায় করা ও মুসলিম জনগণ যে নামাযের সমুদয় আহকাম জানার মুখাপেক্ষী ঐ সম্পর্কে লিখিত। কারণ নামাযে অমনোযোগিতা তাদেরকে পেয়ে বসেছে। নামাযের নিয়মাবলী তারা বিনষ্ট করেছে।

كتاب الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

ইমামের (অনুসরণ করার পরিবর্তে) আগে যাওয়ার বদ অভ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে। এটা লিখেছেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। এই কিতাবখানি ঐ সমস্ত লোকেদের জন্য লিখেছেন যাদের সাথে তিনি কোন না কোন নামায পড়েছিলেন।

তিনি তাঁর ঐ কিতাবের প্রারম্ভে লিখেছেন ঃ

أي قوم! إني صليت معكم فرأيت في مسجدكم من يسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع وليس لمن يسبق الإمام صلاة،

হে মুসলিম কওম! আমি তোমাদের সাথে নামায পড়েছি। তারপর তোমাদের মাসজিদে এমন লোককে দেখেছি যারা রুকূ ও সাজদায় মাথা নিচু করা এবং উঠানোর ব্যাপারে ইমামের আগে করছে, অথচ যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে আগে যায় তার নামায হয় না।

بذلك جاء الحديث عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

এ সম্পর্কে নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে-

جاء الحديث عن النبي ﷺ «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار

যে ব্যক্তি ইমামের আগে রুকূ ও সাজদা থেকে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাটি গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন?

وذلك لإساءته في صلاته لأنه لا صلاة له ولو كانت له صلاة لرجا له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار-

এই ভয়াবহ শাস্তির কথা তার নামায বিনষ্ট হবার কারণে বলা হয়েছে। কারণ তার নামাযই হয়নি। যদি ঐ নিয়মে নামায সঠিক হতো তবে তার জন্য সওয়াবের আশা করতেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করার কথা বলতেন না।

وجاء عنه ﷺ أنه قال «الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم»

নাবী ﷺ হতে বর্ণিত যে, ইমাম তোমাদের আগে রুকূ করবে এবং তোমাদের রুকূ হতে মাথা উঠাবার পূর্বে মাথা উঠাবে।

وجاء عن البراء بن عازب قال «كنا خلف النبى ﷺ وكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحنى أحد منا ظهره حتى يضع النبى ﷺ جبهته على الأرض......»

বারা ইবনে আ'যেব সাহাবী থেকে বর্ণিত ঃ আমরা নাবী ﷺ-এর পিছনে নামাযে থাকতাম। তারপর তিনি তাঁর দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে সাজদার জন্য যখন ঝুঁকতেন, তখন আমাদের কেউই আমাদের পিঠ নোয়াতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী ﷺ তাঁর কপাল মাটিতে না রাখতেন।

فكان أصحاب رسول الله ﷺ يلبثون خلفه قياما حتى ينحط النبى ﷺ ويكبر ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه.

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সাহাবায়ে কেরাম রুকূ থেকে উঠার পর দন্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না নাবী ﷺ 'আল্লাহু আকবার' ব'লে মাটিতে মাথা রাখতেন। নাবী ﷺ মাটিতে মাথা না রাখা পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন।

তারপর সাহাবায়ে কেরাম সাজদায় তাঁর অনুসরণ করতেন।

وجاء الديث أصحاب رسول الله ﷺ قالو : لقد كان النبى ﷺ يستوى قائما وإنا لسجود بعد.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদা থেকে উঠে বসতেন আর তখন পর্যন্ত আমরা সাজদায় থাকতাম।

ইমামের অনুসরণ সম্পর্কে সালাফ-সালেহীনের নীতি

وجاء الحديث عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال : « لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت»

ইবনে মাসউদ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত যে, তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এক ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে যাচ্ছিলো। তাকে তিনি বললেন, তুমি একাও নামায পড়লে না, আর ইমামেরও একতিদা করলে না (পিছনে অনুসরণ করলে না)।

ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহু বলেছেন ঃ

والذي لم يصل وحده ولم يقتد بإمامه فذلك لا صلاة له.

আর যে ব্যক্তি একা পৃথক নামায পড়ে না এবং ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় তার ইকতিদা বা পিছনে পিছনে অনুসরণ করে না তার নামায নেই।

وجاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال له: لا صليت وحدك ولا صليت مع إمامك ثم ضربه وأمره أمره أن يعيد الصلاة.....

ইবনে ওমর (র) থেকে হাদীস উদ্ধৃত। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তিকে যে ইমামের আগে আগে যাচ্ছে। তারপর তাকে তিনি বললেন ঃ তুমি একা নামায পড়লে না, আবার তোমার ইমামেরও অনুসরণ করলে না। তিনি ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

فلو كان له صلاة عند عبد الله بن عمر ما أوجب عليه الإعادة.

ঐ ব্যক্তির নামায যদি শুদ্ধ হতো তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর তার জন্য ঐ নামায পুনরায় পড়া জরুরী মনে করতেন না।

متابعة الإمام في الصلاة

নামাযে ইমামের অনুসরণ

وجاء عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال صلى بنا أبو موسى الأشعرى فقال رجل خلفه : اقرنت الصلاة بالبر والزكاة، نلما فضى أبو موسى الصلاة قال : أيكم القائل هذه الكلمات؟ فأرم القوم.....

হিত্তান ইবনে আব্দুল্লাহ্ আররাকাশী থেকে উদ্ধৃত। তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন, তারপর এক ব্যক্তি তার পিছনে বলে উঠলো- নামাযের সাথে সৎকর্ম এবং যাকাতকে সাথী বানানো হয়েছে। আবূ মূসা (রা) যখন নামায শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এ কথাগুলো কে বললো? এতে সমস্ত জনমণ্ডলী নিশ্চুপ রইলেন। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং পরে নিজেই বললেন ঃ হিত্তান, তুমিই বোধ হয় এটা বলেছো? হিত্তান বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তা বলিনি। আপনি আমাকে বকবেন এই আশংকা করছিলাম। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি তা বলেছি। তাতে আমার উদ্দেশ্য সৎ ছিল তখন আবূ মূসা বললেন ঃ

وما تدرون ماتقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله ﷺ علمنا صلاتنا وعلمنا مانقول فيها.

তোমরা তোমাদের নামাযে কী এমন কিছু বলবে যে, তা বুঝ না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন এবং নামাযে আমরা কী কী কথা বলবো তাও শিখিয়েছেন।

إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا،

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলো। ইমাম যখন সশব্দে কেরাত করবেন তখন তোমরা চুপ থাকো এবং যখন গাইরিল মাগযূবে আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন পড়বে তখন তোমরা আমীন বলো।* আল্লাহ্ তোমাদের (নামায) কবুল করবেন। আর যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো এবং রুকূতে যাও।

وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم وقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم،

আর যখন ইমাম রুকূ থেকে তার মাথা উঠাবে এবং 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে, তখন তোমরাও তোমাদের মাথা রুকূ থেকে উঠাবে। আর বলবে- "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু", আল্লাহ তোমাদের বলা শুনবেন।

فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا.

---

* মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করতে হবে। বিস্তারিত দলীল প্রমাণের জন্য মুত্তাফাকুন আলাইহির হাদীস, ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রণীত 'জুয্উল কিরাআত' এবং আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন প্রণীত 'হাকীকাতুস্ সালাত' দ্রষ্টব্য।

তারপর ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবেন এবং সাজদায় যাবেন তোমরা তখন 'আল্লাহু আকবার' বল এবং সাজদায় যাও। আর যখন তিনি সাজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবেন, তোমরাও মাথা উঠাও এবং 'আল্লাহু আকবার' বলো।

قال رسول الله ﷺ «تلك بتلك وإذا كان في القعدة فليكن من قول أحدكم : التحيات لله والصلوات والطيبات حتى تفرغوا من التشهد»

রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ একে অপরের বদলে পূর্ণ হবে। অর্থাৎ মুক্তাদী থেকে ইমামের আগে উঠা বসা ইত্যাদি এবং মুক্তাদীদের ইমামের পরে পরে বসা উঠায় মুক্তাদীর তাস্বীহ ও দোয়াগুলি পূর্ণ হবে এবং যখন দুই রাকাত পূর্ণ করার পর বসা অবস্থায় হবে তখন তোমরা বলবে 'আত্তাহিইয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়িবাতু' এবং তাশাহ্হুদ থেকে ফারিগ হবে।

شرح حديث إذا كبر الإمام فكبروا

ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বল-এ হাদীসের ব্যাখ্যা।

قول النبي ﷺ «إذا كبر فكبروا» معناه أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته ثم تكبرون بعده

নবী ﷺ-এর বাণী ঃ ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলো। এ কথার অর্থ এই যে, তোমরা ইমামের অপেক্ষা করবে তার ঐ তাকবীর বলা শেষ হওয়া পর্যন্ত; তারপর তোমরা তাকবীর বলবে।

والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونها مع ما عليه

عامتهم من الاستخفاف بالصلاة والإستهانة بها فساعة يأخذ الإمام في التكبير يأخذون معه في التكبير وهذا خطأ لا ينبغى لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته وهذا قول النبى ﷺ : إذ كبر الإمام فكبروا.

জনসাধারণ এ বিষয়ে ভুল করে থাকে এ হাদীসকে সঠিকভাবে না বুঝার কারণে। তারা এর মূল তাৎপর্য জানে না। সাধারণ মুসাল্লী তো নামাযের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখায় ও অনীহা প্রকাশ করে। অতএব ইমাম যখনই তাকবীর বলা শুরু করে, মুক্তাদীরাও ইমামের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলা আরম্ভ করে। অথচ এটা ভুল নীতি। তাদের উচিত নয় ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা শুরু করা। যখন ইমাম তাকবীর বলা সমাপ্ত করবেন এবং তাঁর শব্দ শেষ হবে তখনই মুকতাদীগণ তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

এটাই হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা। যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবেন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলো।

والإمام لايكون مكبرا حتى يقول : «الله أكبر» فتكبر الناس بعد قوله الله أكبر وآجذمن في التكبير مع الإمام خطآ وترك لقول النبي ﷺ.

আর ইমামের আল্লাহু আকবার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর তাকবীর বলা পূর্ণাঙ্গ হলো না। সুতরাং ইমামের তাকবীর বলা শেষ না হলে মুক্তাদী তাকবীর বলবে না। ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা ভুল এবং এতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীকে পরিত্যাগ করা হয়।

لأنك إذا قلت: إذا صلى فلان فكلمه، معناه أن تنظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته كلمه وليس معناه أن تكلمه وهو يصلي،

কেননা যখন তুমি কাউকে বল যে, অমুক ব্যক্তি যখন নামায পড়ে নিবে তখন তার সাথে কথা বলো। এর অর্থ ঐ ব্যক্তির নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ কথার অর্থ এ নয় যে, তুমি কথা বলো তার সাথে যখন সে নামায শেষ করেনি বা নামায পড়ছে।

فكذلك معنى قول النبي ﷺ إذا كبر الإمام فكبروا–

এটাই হলো নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো।

وربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه والذي يكبر معه، وربما أجزى بالتكبير ففرغ من التكبير قبل الإمام ومن دخل في الصلاة قبل الامام فلا صلاة له.

অনেক ক্ষেত্রে ইমাম যদি অবুঝ হয় তখন সে তাকবীরের আওয়াজ দীর্ঘ করে থাকে। আর যে মুক্তাদী তার সাথে আল্লাহু আকবার বলে সে হয়তো তার তাকবীর সংক্ষেপ করে বলে। ফলে তার তাকবীর বলা সমাপ্ত হয়েছে ইমামের তাকবীর শব্দ বলা শেষ হবার পূর্বেই। অথচ কথা হলো- যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে নামাযে প্রবেশ করে তার নামায নেই।

وقول النبي ﷺ : إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، معناه أن ينتظروا الإمام حتى يكبر ويركع وينقطع صوته وهم قيام ثم يتبعونه.

নবী ﷺ-এর বাণী ঃ যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং রুকুতে যাবে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো এবং রুকূতে যাও। এর অর্থ হলো- মুক্তাদী অপেক্ষা করবে ইমামের 'আল্লাহু আকবার' বলা, রুকূতে যাওয়া এবং রুকূতে যাওয়াকালীন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির শেষ পর্যন্ত। ততক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর ইমামের পূর্ণভাবে রুকূতে

যাওয়া এবং তাকবীরের আওয়াজ শেষ হবার পর তারা ইমামের অনুসরণ করবে।

وقـول النبي ﷺ فـإذا رفع الإمـام وقـال سـمع الله لـمن حمده...معناه أن تنتظروا الإمام فتثبتوا ركوعا حتى...ويقول سمع الله لمن حمده وينقطع صوته وهم ركوع ثم يتبعونه...ويقوله إذا كبر وسجد فكبروا...معناه أن تكونوا قيـاما حتى يضع جبهتـه على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه.

আর নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ তারপর ইমাম যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাবে এবং 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে, তখন তোমরা মুক্তাদীগণ মাথা উঠাও এবং বল ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদু"-এ কথার অর্থ হলো তোমরা ইমামের অপেক্ষা করতঃ রুকূ অবস্থায় থেকে যাও ইমাম রুকূ থেকে তার মাথা উঠানো পর্যন্ত এবং 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা পর্যন্ত। তার ঐ বলার আওয়াজ যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ মুক্তাদীগণ রুকূ অবস্থাতেই থেকে যাবে।

তারপর মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে এবং তারা মাথা উঠাবে ও বলবে ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু।

আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (নির্দেশ) বাণী ঃ "এবং ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় যাবে, তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো এবং সাজদায় যাও"-তার মর্ম হলো, তোমরা (রুকূ থেকে উঠার পর) দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণে ইমাম আল্লাহু আকবার বলবে এবং সাজদার জন্য ঝুঁকে মাটিতে তার কপাল রাখবে। তারপর মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে।

وكذلك جاء الحديث عن البراء بن عـازب « الإمـام يـركع قـبلكم ويسجدُ قبلكم»

বারা ইবনে আ-যিব-এর হাদীসে অনুরূপই উদ্ধৃত হয়েছে। এ সমস্ত হাদীসগুলি নাবী ﷺ-এর ঐ হাদীসের অনুকূলে যাতে উল্লেখ আছে যে, ইমাম তোমাদের আগে রুকূতে যাবে, তোমাদের আগে সাজদায় যাবে।

وقـول النبي ﷺ إذا كبر ورفع...معناه أن يثبتـوا سجـودا ثم يتبعونه فيرفعون رؤوسهم.

আর নাবী ﷺ-এর নির্দেশ বাণী ঃ ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলে তার মাথা উঠাবে তারপর তোমরা তোমাদের মাথা উঠাও এবং 'আল্লাহু আকবার' বলো। তার মর্ম হলো, মুক্তাদীগণ সাজদা অবস্থায় রয়ে যাবে, তারপর ইমামের অনুসরণ করতঃ তারা সাজদা থেকে তাদের মাথা উঠাবে।

وقول النبي ﷺ «فتلك بتلك» يعني انتظاركم إياه قياما حتى يكبر ويركع وأنتم قيام ثم يتبعونه وانتظاركم إياه ركوعا....فإذا قال سمع الله لمن حمده وانقطع صوته....فرفعتم رؤوسكم.....فتلك في كل رفع وخفض وهذا إتمام الصلاة فأعقلوه وأبصروه وأحكموه-

নবী ﷺ-এর হাদীসের অংশমাত্রের বক্তব্য যে, ফাতিলকা বেতিলকা-ইমামের আগে যাওয়ার পরে তোমাদের যাওয়া একে অপরের বিনিময়ে পরিসমাপ্তি হওয়া- কথার অর্থ হলো ঃ তোমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের অপেক্ষা করা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণে সে তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। তোমরা দাঁড়ানো অবস্থাতেই রইবে- তারপর তার অনুসরণে রুকূতে যাবে। অনুরূপ তোমাদের রুকূ অবস্থায় রয়ে এতোদূর দেরি করবে, যতক্ষণ তার মাথা উঠিয়ে 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' দোয়াটি শেষ করবে।

যখন ইমাম 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে শেষ করবে, তার বলার আওয়াজ খতম হবে এমতাবস্থায় যে, তোমরা তখনও রুকূতেই

অবস্থানরত; তারপর তোমরা ইমামের এত্তেবা কর, তারপর মাথা উঠাও এবং বল 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু'। সুতরাং 'তিলকা বেতিলকা' এর বদলে এ কথা প্রত্যেক উঠা ও ঝোঁকার সময়ে। এটাই হলো নামায পূর্ণভাবে আদায় করা। অতএব তোমরা এটা বুঝে নাও, ভালভাবে দেখে নাও এবং নামাযকে সঠিকভাবে সম্পাদন কর।

واعلموا أن أكثر النس اليوم ما يكون لهم صلاة لسبقهم الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض-

জেনে রেখো, আমাদের যুগে অধিকাংশ লোকের নামায শুদ্ধ হয় না তাদের রুকূ সাজদায় এবং মাথা উঠানো ও ঝুঁকানোর ব্যাপারে ইমামের আগে যাওয়ার কারণে।

এমন যুগ আসবে যখন মানুষ নামায পড়বে অথচ তা কবুল হবে না

وقد جاء في الحديث قال « يأتي على الناس زمان بصلون ولا يصلون »

হাদীসে বর্ণনা এসেছে, মানুষের এমন যুগ এসে পৌঁছবে যে সময় মানুষ (বাহ্যতঃ) নামায পড়বে কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র কাছে নামায আদায়কারী বলে গণ্য হবে না।

صلے الإمام أحمد رحمه الله في مائة مسجد لايحسن أهل المسجد منهم الصلاة-

ইমাম সাহেব একশত মাসজিদে নামায পড়লেন, কিন্তু কোন মাসজিদেই সুন্নত মোতাবেক নামায পড়তে দেখলেন না।

وقد تخفت أن يكون هذا الزمان، ولقد صليت في مائةمسجد فما رأيت آهل مسجد يقيمون الصلاة على ماجاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم فانقوا الله وانظروا في صلاتكم وصلاة من بصلى معكم.

ইমাম আহমাদ (রঃ) (১৬৪-২৪১ হিজরী) বলেছেন ঃ আমি ভয় করছি যে, ঐ যুগ হলো আমাদের বর্তমান যুগ। (তিনি আরো বলেন) আমি একশত মাসজিদে নামায পড়েছি কিন্তু কোন মাসজিদওয়ালাদের দেখিনি যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা)-এর বর্ণনা মোতাবেক নামায প্রতিষ্ঠা করে থাকে। সুতরাং (হে মুসলিম সম্প্রদায়) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের আর যারা তোমাদের সাথে নামায পড়ে থাকে তাদের নামাযের প্রতি ভেবে দেখ।

অজ্ঞদেরকে নামাযের নিয়ম শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব

واعلموا أن رجلا أحسن الصلاة وأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم بنصحه شاركه في وزرها وعارها

আর জেনে রেখো! এক ব্যক্তি তার নামায সুন্দররূপে আদায় করে এবং তার নিয়মকানুনগুলি যথাযথ ও পূর্ণভাবে আদায় করে। তারপর এমন ব্যক্তিকে সে দেখে, যে ব্যক্তি তার নামায খারাপ করে পড়ছে এবং তার সঠিক নিয়মকানুনগুলি বিনষ্ট করছে। জামাআতে নামায পড়া অবস্থায় রুকূ-সাজদায় যেতে এবং উভয় থেকে উঠাকালীন ইমামের আগে যাচ্ছে। তবুও এ ব্যক্তি ঐ খারাপভাবে নামায আদায়কারীকে তা থেকে নিষেধ করলো না এবং তাকে এ বিষয়ে নসীহত করলো না। এ ক্ষেত্রে উক্ত শুদ্ধভাবে নামায আদায়কারী অশুদ্ধভাবে নামায আদায়কারীর পাপেও অংশীদার হবে।

فالـمحسن في صلاته شريك المسيىء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه.

অতএব সুন্দরভাবে সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়কারী নামাযকে খারাপভাবে আদায়কারীর অন্যায়ে শরীক হবে, যখন তাকে ঐরূপ নামায পড়া হতে নিষেধ না করবে এবং ভালভাবে নামায আদায় করার জন্য তাকে নসীহাত না করবে।

وجاء الحديث عن بلال بن سعيد(١) أنه قال : الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة لتركهم مالزمهم................

(আবেদ যাহেদ) বেলাল ইবনে সা'দ তাবেয়ী (রহঃ) (মৃত্যু ১২০ হিজরী) হতে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ গুনাহ্র কাজ যতক্ষণ অপ্রকাশ্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজের দোষী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তা যখন প্রকাশ হয়ে যায়-তারপরেও তার পরিবর্তন না করা হলে তখন সাধারণের ক্ষতি করে- তাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে। তাদের উপর ওয়াজিব ছিল যে, তারা ঐ অন্যায়কে অপছন্দ করতঃ তার পরিবর্তন করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বারা তা প্রকাশ হয়েছে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে।

وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه.

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে; তিনি এরশাদ করেছেন ঃ জাহেলদের কারণে আলেমদের সর্বনাশ হবে যখন তাকে শিক্ষা না দিবে।

فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم لازم وفريضة وليس

---

(١) هكذا في أصل المطبوع والذى يظهر بعد مراجعة المظان هو بلال بن سعد.

يتطوع لما كان له الويل في السكوت عنه (وفي ترك تعليمه).

সুতরাং যদি জাহেল-অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়া আলেমের উপর জরুরী ফরয না হয়ে তা কেবল নফল পর্যায়ে হতো, তবে তার সংশোধনের ব্যাপারে চুপ থাকায় এবং তাকে শিক্ষা দেয়া পরিত্যাগ করায় তার জন্য সর্বনাশের বাণী উচ্চারিত হত না।

والله لا يؤاخذ من ترك التطوع، إنما يؤاخذ من ترك الفرائض

কেননা আল্লাহ কাউকেও নফল কর্ম পরিত্যাগ করার জন্য শাস্তি দেন না। বরং কেবল ফরয কাজ করার ব্যাপারে শাস্তি দেন।

فاتقوا الله تعالى في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة.......

অতএব তোমরা সাধারণ ব্যাপারে এবং বিশেষ করে তোমাদের নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলো।

فتعليم الجاهل فريضة......والتارك لذلك مخطئ آثم فأمروا أهل كل مسجد بإحكام الصلاة وإتمامها............

তারপর জাহেল-অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়া ফরয। সুতরাং ঐ ধরনের ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়া পরিত্যাগ করা এবং তার ভুল দেখে চুপ থাকার কারণে আলেমের দুঃখজনক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। অতএব তোমরা অজ্ঞদের শিক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। কারণ তাকে শিক্ষা দেয়া ফরয বা একান্ত কর্তব্য। তা পরিত্যাগকারী ত্রুটিতে নিপতিত ও দোষী বলে গণ্য হবে।

সুতরাং তোমরা প্রত্যেক মাসজিদের মুসাল্লীগণকে নামায সঠিক ও পূর্ণভাবে আদায় করার জন্য নির্দেশ দাও। আর যেন তাদের তাকবীর ও রুকূ সাজদা এবং উভয় সময়ে মাথা উঠানো ও ঝুঁকানো যেন ইমামের তাকবীরের পরে এবং ইমামের রুকূ ও সাজদা উভয়টি থেকে উঠার ও ঝুঁকবার পরে পরে হয়।

واعلمـــوا أن ذلك من تمام الصــــلاة وذلك واجب على الناس........كذلك جاء الحديث عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

আর তোমরা জেনে রেখো যে, উল্লিখিত নীতি পালন করা নামাযকে পূর্ণাংগভাবে পড়ার অন্তর্গত এবং তা জরুরী। নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপই উদ্ধৃত হয়েছে।

ومن العجب أن الرجل يكون في منزله فيسمع الآذان فيقوم فزعًا يتهيأ من منزله يريد الصلاة لا يريد غيرها...

এবং সমধিক আশ্চর্যের ও দুঃখের কথা এই যে, এক ব্যক্তি তার বাড়িতে অবস্থান করা কালে আযান শুনতে পায়, যার কারণে সে উদগ্রীব হয়ে নামাযের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। তার উদ্দেশ্য নামায বৈ কিছুই নয়। তারপর এমনও হয় যে, অন্ধকার মেঘলা রাতে বের হয়ে কর্দমাক্ত হয়ে মাসজিদে উপস্থিত হয় এবং তার কাপড়-চোপড় ভিজে যায়।

আর যদি গ্রীষ্মকাল হয় তবে অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলাকালে বিছা ও বিষধর প্রাণীর আশংকামুক্ত হওয়াও যায় না।

এছাড়া সে ব্যক্তি অসুস্থ দুর্বল অবস্থাতেও থাকতে পারে, তবুও গৃহ থেকে বের হয়ে মাসজিদে আসা পরিত্যাগ করে না।

এ সমস্ত কষ্টগুলো বহন করে থাকে নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য এবং নামাযের মহব্বতের খাতিরে। নামাযের মহব্বত ছাড়া তাকে তার বাড়ি থেকে অন্য কোনও কারণে বের করেনি।

فإذا دخل في الصلاة مع الإمام خدعه الشيطان فسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع،

অতঃপর যখন ইমামের সাথে নামাযে প্রবেশ করে তখন শয়তান

তাকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করে। যার ফলে রুকূ সাজদা ও উঠা বসায় ইমামের অগ্রে অগ্রে যায়।

خدعا من الشيطان لما يريده من إحباط عمله وإبطال صلاته فيخرج من المسجد ولا صلاة له.

এ সমস্ত কাজে তার ইমামের আগে যাবার ব্যাপারের মূলে শয়তানের পক্ষ থেকে ধোঁকা দেয়ার কারণ রয়েছে, যেহেতু শয়তান চায় তার আমল ধ্বংস হোক এবং তার নামায বাতিল হোক। তারপর সে বেচারা মাসজিদ থেকে এমন অবস্থায় বের হয় যে, নামায বলে তার কিছুই হয় না।

ومن العجب أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن خالف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام وكلهم ينتظرون الامام حتى يسلم بهم،

এখানে আশ্চর্যজনক কথা এই যে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে, যে ব্যক্তি ইমামের বিপরীত আচরণ করে তারা কেউই ইমামের সালাম ফিরাবার পূর্বে নামায খতম করে না। বরং সবাই ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে।

وعلهم-إلا ماشاء الله-يسابقونه في الركوع والسجود.....خدعا من الشيطان واسخفافًا بالصلاة منهم واستهانة بها وذلك حظهم من الإسلام.

আবার কতিপয় ছাড়া প্রত্যেকেই রুকূ-সাজদায়, উঠায়, বসায় ইমামের আগে আগে যায়, এটা শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হবার কারণে এবং জনসাধারণও নামাযের ব্যাপারে অবুঝ হওয়ার কারণে এবং নামাযের গুরুত্বকে হালকা জ্ঞান করার কারণে ঐরূপ করে থাকে। এরূপই অর্থাৎ ইসলামের প্রতি তাদের গুরুত্ব না দেয়া এবং তার মর্যাদাকে হালকা মনে করার কারণে নামাযের প্রতি তাদের ঐরূপ ব্যবহার প্রকাশ পায়।

নামায এবং দ্বীন ইসলামে উহার গুরুত্ব

وقد جاء في الحديث «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»

অথচ এ কথা নিশ্চিতভাবে হাদীসে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো, ইসলামে তার কোনও অংশ নেই।

فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به،

অতএব যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি হালকাভাব প্রদর্শনকারী সে নামাযকে হেয় প্রতিপন্নকারী। সুতরাং সে ব্যক্তি ইসলামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলো এবং ইসলামকে হেয় মনে করলো। অর্থাৎ উহার আদৌ গুরত্ব দিলো না।

وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم في الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة.

আর ইসলামে তাদের কেবলমাত্র অতটুকু পরিমাণই অংশ আছে যে পরিমাণ অংশ নামাযে আছে এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ ততটুকুই যতটুকু তাদের নামাযের প্রতি আছে।

فاعرف نفسك ياعبد الله واعلم أن جظك من الإسلام وقدو الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك

হে আল্লাহ্‌র বান্দা!* তুমি নিজেকে চিনো। আর জেনে রেখো যে, নামাযের যে পরিমাণ গুরুত্ব তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তোমার কাছে ঐ পরিমাণই।

---

* তাবাকাতুল হানাবেলা- গ্রন্থে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "তুমি সবাধান! তুমি জেনে রেখো, ইসলামে তোমার অংশ এবং ইসলামের মর্যাদা তোমার কাছে ঐ পরিমাণ আছে, যে পরিমাণ তোমার কাছে নামাযের অংশ ও গুরুত্ব আছে।" (১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, মূল বইয়ের টীকা)

واحذر أن تلقى الله ولاقدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك.

তুমি অতি সাবধান হও আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সাক্ষাৎ এমন অবস্থায় হওয়া থেকে যে, তোমার কাছে ইসলামের কোনই মূল্য নেই। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া হতে মনে মনে ভয় কর। কেননা তোমার অন্তরে ইসলামের ঐ পরিমাণই অংশ আছে বলে গণ্য, যে পরিমাণ তোমার নামাযে অংশ রয়েছে।

وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال «الصلاة عمود الإسلام» ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط لم ينتفع بالأطناب ولا بالأوتد،

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নামায হলো ইসলামের স্তম্ভ"-মূল খুঁটি। তুমি কি জানো না, তাঁবুর খুঁটি পড়ে গেলে তাঁবুই পড়ে যায়। তার রশি ও গোঁজগুলো তাঁবু খাড়া রাখার ব্যাপারে কোনই কাজে আসে না।

وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالأطناب والأوتاد، كذلك الصلاة من الإسلام-

আর যখন তাঁবুর খুঁটি ঠিক থাকে, তখন রশি ও গোঁজগুলো কাজে আসে। অনুরূপই হলো ইসলামে নামাযের মর্যাদা।

فانظروا رحمكم الله واعقلوا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيها،

সুতরাং তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো এবং বোঝ, নামাযকে সঠিকভাবে আদায় করো এবং নামাযে আল্লাহ্‌কে ভয় করো।

وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها.............فإن الله عز وجل

قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى والصلاة من أفضل البر

আর তোমরা উহার প্রতি একে অপরকে সাহায্য করো এবং একে অপরকে শিক্ষা দেয়ায় আপোসে একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী হও। আর তাতে অমনোযোগী হওয়া ও ভুল করা থেকে একে অপরকে সাবধান ও স্মরণ করিয়ে দাও যেহেতু মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তোমাদেরকে নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর নামায হলো সর্বোত্তম নেকীর কাজ।

وجاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال «أول ماتفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ماتفقدون منه الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم»

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম বস্তু যা হারাবে তা হলো, 'আমানত,' এবং সর্বশেষ দ্বীনের যে অংশ হারাবে তা হলো 'নামায'। নিশ্চয় এমন কিছু লোক হবে যারা (বাহ্যতঃ) নামায পড়বে কিন্তু ইসলামে তাদের কোনো অংশ থাকবে না।

وجاء في الحديث «أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت تقبل منه سائر عمله وإن ردت صلاته رد سائر عمله».

হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামাত দিবসে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম যাচাই করা হবে নামাযকে। যদি নামায (সঠিক মতো হওয়ার কারণে) কবুল করা হয় তবে অন্যান্য আমলও গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার নামায রদ করা হয় তবে তার সমস্ত আমলই রদ হয়ে যাবে।

وصلاتنا آخر دننا وهى أول ما نسئل عنه غدا من أعمالنا

নামাযই আমাদের ধর্মের শেষ বিষয় এবং আমাদেরকে আগামীকাল অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে আমাদের যাবতীয় কর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام-وكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه-فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه.

অতএব মুসলিম জাতির মধ্য থেকে ইসলামের যে সমুদয় কাজ লোপ পাবে তন্মধ্যে নামায সর্বশেষ বিষয় এবং এ কথা সর্বজনবিদিত যে, যখন কোনো বস্তুর শেষাংশটুকু চলে যায় তখন তার যাবতীয় অংশই খতম হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন তার অবশিষ্টাংশ বলতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীনের সর্বশেষ বিষয়টুকু আঁকড়ে ধরে থাকো। (আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন) এবং নামাযের নিয়মকানুনগুলি সঠিকভাবে পালনের ব্যাপারে যারা শিথিলতা করে থাকে, তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের দ্বীনকে দূর করে দিয়েছে।

فعظموا الصلاة رحمكم الله وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة.

অতএব তোমরা নামাযকে যথাযথ তাযীম করো। অর্থাৎ একে জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ মনে করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং নামাযকে মযবুতভাবে ধরে থাকো। আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষভাবে নামায সম্পর্কে এবং অন্যান্য আমল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ভয় করে চলো।

واعلموا أن الله عز وجل قد عظم خطر الصلاة في القرآن.........وخصها بالذكر من بين الطاعات .... ووصى بها خاصة،

আর তোমরা জেনে রাখো যে, মহান মহীয়ান আল্লাহ কুরআনে নামাযের গুরুত্বকে বড় করে বর্ণনা করেছেন। নামাযকে অতীব মর্যাদা দিয়েছেন এবং নামায ও নামাযীর অবস্থাকে বড়ই সম্মান দিয়েছেন। কুরআনে অনেক স্থানে অন্যান্য বন্দেগীর মধ্যে নামাযকে খাসভাবে উল্লেখ করেছেন এবং নামায সম্পর্কে বিশেষ করে অসিয়ত করেছেন।

فمن ذاك أن الله تعالى ذكر أعمال البر التي أوجب لأهلها الخلود بها في الفردوس فافتتح تلك الأعمال بالصلاة وجعل تلك الأعمال التي أوجب لأ هلها الخلود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين،

ঐ গুরুত্ব এবং অসিয়তের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত নেকীর কর্মগুলির কারণে জান্নাতুল ফেরদাউসে চিরস্থায়ী হওয়া ওয়াজিব করেছেন ঐ আমলগুলির মধ্যে নামাযকে দু'বার উল্লেখ করেছেন।

قال الله تعالى ٢٣: ١-١١ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ) فبدأ بمن صفتهم الصلاة بعد مدحه إياهم ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزاكية المرضية إلى قوله عز وجل:

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনূন-এর ১-১১ আয়াতে বলেছেন ঃ মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে যারা স্বীয় নামায বিনয় সহকারে আদায় করে থাকে। এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনদের প্রশংসা করার পর নামাযকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। তারপর তাদের পবিত্রতা বর্ধনকারী অন্যান্য আমলগুলির বর্ণনা করেছেন। যে সমুদয় আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় উক্ত আমলগুলি উল্লেখ করার শেষে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ، اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

আর যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করে চলে আর যারা তাদের নামাযের প্রতি হেফাযত করে থাকে তারা ফেরদাউস জান্নাতের ওয়ারেস। আর যারা ফেরদাউসের ওয়ারেস তারা তাতে চিরস্থায়ীভাবে রয়ে যাবে।

অতএব আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা উল্লেখিত আমলগুলির মধ্যে নামাযকে দু'বার উল্লেখ করার পর ফেরদাউসে চিরস্থায়ী থাকার কথা সাব্যস্ত করেছেন।

ثم عـاب الله الناس كلهم ونسـبـهم إلى اللوم والهلع والجزع والـمنع للخير إلا أهل الصلاة فإنه استثناهم منهم-

তারপর আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে দোষারোপ করেছেন এবং তাদেরকে চার প্রকার দোষের সাথে বিজড়িত করেছেন। নিন্দনীয় কাজ, অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা, পরোপকার বিমুখতা এই চার প্রকার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু নামাযীগণকে ঐ দোষগুলো থেকে পৃথক করেছেন। তাদেরকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করেননি।

فقال عز وجل ٧٠ : ١٩-٣٥ (إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا).

মানুষকে উল্লেখিত দোষগুলো দ্বারা অভিযুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে মহান মহীয়ান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ নিশ্চয় মানুষকে অসহিষ্ণু করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন কোনরূপ কষ্ট পৌঁছে তখন সে হায় হায় করে উঠে। আবার যখন কোনো সুখশান্তি লাভ করে, তখন সে তা কঠিনভাবে আঁকড়ে রাখতে চায়। কাউকেও কিছু দিতে চায় না।

ثم استـثـنى المصلين منهم فـقـال (إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسئل والمحروم).

কিন্তু এই দুর্বলতা ও নিন্দনীয় স্বভাব থেকে মুসাল্লীগণকে পৃথক করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'ইল্লাল মুসাল্লীন' নামাযীগণ ছাড়া-ঐ সমস্ত নামাযী যারা তাদের নামাযে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। আর ঐ সমস্ত মুসাল্লী যাদের অর্থে বঞ্চিত ও ভিক্ষুকদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হক আছে। অর্থাৎ তারা নামাযের প্রতি সুদৃঢ় থাকার সাথে সাথে যাকাত আদায়ে তৎপর থাকে।

ثم وصفها بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضية الشريفة إلى قوله (وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ)

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন। ঐ সমস্ত কর্ম পালনের দ্বারা যেগুলি পবিত্রতায় অতি উত্তম। মানুষকে ঐ গুণগুলি কলুষমুক্ত করে, যা অতি পছন্দনীয়। যার কথা এ পর্যন্ত এসে পৌছেছে যে, যারা সৎ সাক্ষী দেয়ায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ثم ختمها بثنائه عليهم ومدحه لهم بذكرهم ومحافظتهم على الصلاة،

তারপর ঐ সমস্ত সুন্দর পবিত্রতম স্বভাব ও নীতিগুলির পরিসমাপ্তি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্রশংসা বার্তা দ্বারা। আর তাদের নামাযের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য তাদের সুনামের সাথে উল্লেখ করেছেন।

فقال : (وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ).

অতঃপর বলেছেন ঃ তারা তাদের নামাযের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণকারী। ঐ সমস্ত লোকগুলি জান্নাতে সম্মানিত হবে।

فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة....وأفرد الصلاة بالذكر بين الطاعات كلها.....

সুতরাং এই সমস্ত সৎকর্ম পালনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে সম্মানিত হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন। এই সৎকাজগুলি বর্ণনা প্রথমে করেছেন এবং নামায দ্বারা ঐ ভালো কাজগুলির পরিশিষ্টাংশ বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য যাবতীয় ভালো কাজগুলি অন্যান্য সৎ কাজের মধ্যে বিশেষত্ব দান করতঃ পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও নামায সৎ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

فقال عز وجل :٢٩-٤٥ (اتل ما أوحي إليك من الكتاك وآقا الصلاة) ففي تلاوة الكتاب فعل جميع الطاعة....فخص الصلاة بالذكر فقال (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেন ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতি যে কিতাব আল-কুরআন অহী করা হয়েছে- তুমি পাঠ করো আর নামায প্রতিষ্ঠা করো।

(এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সাহেব বলেন) আল্লাহ্র কিতাব কুরআন তেলাওয়াত করার অর্থ-যাবতীয় সৎকাজ করা এবং মন্দ হতে বিরত থাকা। এই ভালো কাজের মধ্যে বিশেষ করে নামাযকে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ নামায অপ্রিয় এবং ঘৃণ্য কর্ম থেকে নামাযীকে বিরত রাখে।

নামাযকে বিশেষভাবে মর্যাদা সহকারে উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ).

তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং নামাযের উপর বিশেষ ধৈর্য ধারণ করো। আমি তোমার কাছে রূযীর তলব করবো না (পরিবার-পরিজনের জন্য)। আমি তোমায় রূযী দান করতে থাকবো-

(সূরা ত্বাহা ১৩২)। আল্লাহ্ (এই আয়াতে) পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দেয়ার জন্য হুকুম করেছেন এবং তার উপর অতি গুরুত্ব সহকারে ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকতে বলেছেন। তারপর সমস্ত মুমিনকে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যাবতীয় সৎ কাজের দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে। ঐ সৎ কাজের সাথে আল্লাহ ধৈর্যকে একত্রিত করেছেন। সূরা বাকারার ১৫৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ).

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করো সহনশীলতা এবং নামাযের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ অবগত করেছেন তাঁর অসিয়তপ্রাপ্ত এবং তাঁর খলিল যথাক্রমে ঃ ইবরাহীম, লূত, ইয়াকুব এবং ইসহাক (আ)-গণের কথা। আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে না জ্বালানোর জন্য নমরুদ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে (লক্ষ্য করে) বলেছেন ঃ

হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও শান্তিস্বরূপ হয়ে যাও। এই আয়াতের পরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

(وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ) (الأنبياء:٧٣)

আমি তাদেরকে মঙ্গলময় কর্ম এবং নামায প্রতিষ্ঠা করার প্রতি ওহী করেছিলাম। অতএব যাবতীয় মঙ্গলপূর্ণ কর্ম হলো সৎ কাজ করা এবং সমস্ত মন্দ কাজ হতে দূরে থাকা। এরপরেও আল্লাহ্ নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন এবং নামাযের প্রতি বিশেষভাবে অসিয়ত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ ইসমাঈল (আ)-এর নীতি বর্ণনায় বলেছেন ঃ

(وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا).

ইসমাঈল তাঁর নিজের পরিবার পরিজনকে নামায এবং যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর মালিকের নিকট প্রিয়ভাজন। (সূরা মারইয়াম ৫৫)

এখানে ইসমাঈল (আ)-এর নীতি বর্ণনায় নামাযকে প্রথমেই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কালীমুল্লাহ্ মূসা (আ)-এর বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেছেনঃ

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى).

[২০ঃ ৯-১৪ আয়াত]-তোমার কাছে মূসার ঘটনা কি পৌঁছেছে? তার মধ্যে আল্লাহ্র বাণী উল্লেখ হয়েছে এই ভাষায় ঃ

(إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ)

হে মূসা! নিশ্চয় আমিই হচ্ছি একমাত্র সেই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্য নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করো।

সুতরাং উৎকৃষ্ট সৎকর্ম পালন এবং গোনাহের কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে নিহিত যা তিনি মূসা (আ)-কে বলেছেন যে, 'আমার উপাসনা করো।" তাতে নামাযকে পৃথক করতঃ বিশেষভাবে উহারই নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ (অন্যত্র) বলেছেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ).

যারা আল্লাহ্র কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকে এবং যারা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।[১] কিতাব আল-কুরআনকে মযবুতভাবে আঁকড়ে রাখা অর্থাৎ তা মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার মধ্যে যাবতীয় সৎকর্ম পালন ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা আপনা-আপনি এসে যায়। তবুও আল্লাহ্ নামাযের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ওয়া 'আকামুস্‌সালাত' বাক্য দ্বারা এবং নামাযকে বিনষ্ট করায় আল্লাহ্ আযাব ওয়াজিব হওয়ার

১. সূরা আরাফ ১৭০ আয়াত।

কথা উল্লেখ করেছেন অন্যান্য পাপকর্মের পূর্বে।* যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ.......)

(তারপর সৎ লোকগুলি মরে যাওয়ার পর) তাদের পরবর্তী বংশাবলী যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তারা নামাযকে বিনষ্ট করলো এবং স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে গেলো। এরা অতি অল্প সময়েই সর্বনাশের সম্মুখীন হবে।

অতএব আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নামাযের গুরুত্ব অত্যন্ত তাকীদের সাথে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত সৎকর্মের মূলে নামাযকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অন্যান্য সৎকর্মরাশির তুলনায় নামায অনেক অনেক গুণ ঊর্ধ্বে। এর ফযীলাত রহমত ও বরকতের শান অতুলনীয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর রসূলগণকে মহান নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে যাবতীয় ফরয কাজের পূর্বে নামাযকেই সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে নামাযেরই অসিয়ত করে যান।

قال عليه الصلاة والسلام : الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। তাই তিনি দ্বিরুক্ত শব্দে আল্লাহ্‌র তাকীদকৃত বিষয় সম্পর্কে বলে যান। উহাই ছিল তাঁর শেষ অসিয়ত। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

إنها آخر وصية كل نبي لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا.

---

* অর্থাৎ যে সমস্ত পাপের কারণে আযাব ওয়াজিব হওয়ার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে নামাযকে বিনষ্ট করার কথা যাবতীয় পাপের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

নামাযই হলো প্রত্যেক নাবীর (আ) তাঁদের উম্মাতের জন্য শেষ অসিয়ত এবং উম্মাতের কাছে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রত্যেক নাবীর শেষ অঙ্গীকার গ্রহণ।

وجاء في حديث آجر عن النبي ﷺ أنه يوجد بنفسه ويقول «الصلاة الصلاة» فالصلاة أول فريضة فرضت عليه وهي آخر ما أوصى به أمته وآخر ما يذهب من الإسلام.

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সময়ও বলতেছিলেন, "নামায নামায"। অতএব নাবীর উপর ফরযকৃত কর্মের সর্বপ্রথম ফরয হলো নামায এবং উহাই তিনি সর্বপ্রথম অসিয়ত করে যান। ইসলামের নিদর্শনের মধ্যে শেষ নিদর্শন হলো নামায।'*

وهي أول مايسأل العبد من عمله يوم القيامة وهي عمود الإسلام وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين....

সর্বপ্রথম বান্দার কর্মের মধ্যে নামায সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে জিজ্ঞেস করা হবে। তা ইসলামের মূল স্তম্ভ। নামায বিনষ্ট হওয়ার পর ইসলাম থাকবে না এবং দ্বীনেরও কিছুই রইবে না। হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের সাধারণ আমলের ক্ষেত্রে নামাযকে বিশেষ কর্ম হিসেবে গ্রহণ করতঃ বারংবার অল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। মযবুতভাবে উহা আঁকড়ে রাখো। উহা নষ্ট করা হতে, উহার অবস্থা হালকা করা হতে বা নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো কাজে ইমামের অগ্রে গমন হতে সদা সর্বদা হুঁশিয়ার থেকো। শয়তান তোমাদেরকে এ ব্যাপারে যেন ধোঁকায় নিক্ষেপ না করে এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বের করে না আনে।

فإنها آخر دينكم ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب دينه كله

---

* ইবনে জারীর উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে উহা বর্ণনা করেছেন। (মূল কিতাব)

যেহেতু নামায তোমাদের ধর্মের শেষ সম্বল। তাই ধর্মের শেষ সম্বলটুকু যার চলে যাবে তার ধর্মের সমস্ত অংশই চলে যাবে। অতএব নামাযকে যত্নসহকারে ধরে রেখো।

নামাযের রুকূ-সাজদা ও দোয়াগুলি ধীরে ধীরে আদায় করা ওয়াজিব

وأمر ياعبد الله الإمام أن يهتم بصلاته .....إذا يركع ويسجد-

হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি তোমার ইমামকে বলো যেন নামাযের গুরুত্ব দেয় এবং তার প্রতি যত্নবান হয়। উহা যেন খুব ভালোভাবে ধীরস্থিরে ধৈর্য সহকারে আদায় করে। তাহলে মুকতাদী মুসাল্লীগণও ভালোভাবে আদায় করতে অভ্যস্ত হবে।

এবং ইমাম যেন রুকূ সাজদাকে প্রাধান্য দেয়। কেননা আমি একদা নামায পড়লাম তাতে রুকূ এবং সাজদায় তিন তিনবার করে তাসবীহ পড়ার সময় পেলাম না। কারণ সেই ইমাম ত্রস্ততার সাথে নামায পড়ছিল। সে নামাযের প্রাধান্য দিচ্ছিলো না বলে মুসাল্লীগণও ধীরে ধীরে পড়ার অবকাশ পাচ্ছিলো না।

فأعلمه أن الإمام إذا آحسن الصلاة له أجر صلاته وأجر من يصلي خلفه وإذا أساء كان عليه وزر إساءته ووزر من يصلي خلفه.

অতএব তাকে অবগত করাও যে, ইমাম যদি তার নামায ভালোভাবে আদায় করে তবে তার নামাযের নেকী এবং তার পিছনে যারা নামায পড়বে তাদের নামাযের নেকীও সে পাবে। (কারণ ইমাম ভালোভাবে নামায আদায় করার ফলে মুক্তাদীগণও ভালোভাবে নামায আদায় করলো)।

আর ইমাম যদি খারাপ করে নামায পড়ে তবে তার দরুণ তার উপর গুনাহ্ বর্তাবে এবং মুক্তাদীগণের খারাপ করে নামায পড়ার গুনাহ্ও তারই উপর বর্তাবে।

وجاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال «التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث تسبيحات»....

হাসান বাসরী থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নামাযে পুরা তাসবীহ্ সাত বার, মধ্যম তাসবীহ্ পাঁচ বার-সর্বনিম্ন হলো তিন তাসবীহ্। সুতরাং ইমাম রুকুতে সর্বনিম্ন 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম' তাসবীহ্ তিনবার এবং সাজদায় সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা তিনবার বলবে।

সুতরাং যখন তিনবার করে তাসবীহ্ পড়বে তখন জলদি না ক'রে যেন ধীরে ধীরে পূর্ণভাবে তাসবীহ্গুলি আদায় করে। কেননা ইমাম যদি জলদি করে পড়ে তবে মুক্তাদীগণ তা পুরা বলার সময় পাবে না। ফলে তারাও তা তাড়াতাড়ি করে বলবে- ফলে তাদের নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের নামায বাতিল হওয়ার গুনাহ্ বর্তাবে ইমামের উপর। আর ইমাম যখন ধীরে ধীরে নামায পড়বে এবং নামায ও রুকূ সাজদার তাসবীহ্ পূর্ণভাবে আদায় করবে তখন পিছনের মুক্তাদীগণও নামায পুরাপুরিভাবে পড়তে পারবে। এতে ইমামের দায়িত্ব পূর্ণ হলো। এতে মুক্তাদীর নামায বাতিল না হওয়ার কোনো গুনাহই আসলো না। তারপর ইমাম যখন 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে তখন যেন খাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে যাতে মুক্তাদীগণ 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দু' বলতে পায় এমন অবস্থায় যে, ইমাম তখনও সোজা অবস্থায় দণ্ডায়মান। যাতে মুক্তাদীগণ রুকূ ও সাজদার মধ্যকার দোয়া পড়তে তাড়াহুড়ার মধ্যে নিপতিত না হয়। যদি ইমাম রুকূ থেকে উঠার পর দাঁড়ানো অবস্থায় এই দোয়াগুলি বলে তা হলে অধিক উত্তম। প্রথম দোয়াটি এই ঃ

ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد.

রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু মিল্ আস্ সামাওয়াতে ওয়ামিল আল আরযে ওয়া মিল শিয়্তা মিন শাইয়িম বাদু। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ

ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وملء ماشئت من شئ بعد لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

প্রথম দোয়ার পর অতিরিক্ত অংশ ঃ লা মানে'আ লিমা-আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বিআ লিমা মানাঅতা-ওয়ালা-ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقال أنه نسي...

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, মনে হতো তিনি সাজদা যেতে ভুলে গেছেন।

আর যখন সাজদা যাবে এবং সাজদা থেকে মাথা উঠাবে তখন যেন সোজা হয়ে বসে এবং দুই সাজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসে থাকে এবং এতোক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে 'রাব্বিগফিরলী' বলে যাতে দ্বিতীয় সাজদায় যাবার পূর্বে মুক্তাদীগণও তা বলার সময় পায়। আর যদি ইমাম প্রথম সাজদা থেকে উঠার পরপরই দ্বিতীয় সাজদায় চলে যায় তবে পিছনের মুক্তাদীগণও জলদি করবে এবং এতে তাদের নামায বিনষ্ট হবে। এতে তাদের গুনাহ ইমামের উপরই বর্তাবে। যখন মুক্তাদীগণ ইমামের পক্ষ থেকে জানতে পারবে যে, ইমাম দুই সাজদার মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে ব'সে দোআ করে তবে মুক্তাদীগণও জলদি করবে না এবং সাজদায় ও দু' সাজদার মাঝের 'আমল ধীরস্থিরভাবে পূর্ণ করতে পারবে।

وقد جاء في الحديث أن كل مصلى راع ومسئول عن رعيته، وقد قيل: إن الإمام راع لمن يصلي بهم....

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যেক মুসাল্লী রাখাল স্বরূপ। তার রাখালী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এ মর্মে বলা হয় যে, ইমাম মুক্তাদীগণের জন্য রাখাল স্বরূপ। অতএব ইমামের উচিত, তার পিছনে নামায আদায়কারীদের সর্বাগ্রে নসীহাত করা এবং ইমামের সাথে সাথে রুকূ ও সাজদা সম্পাদন করা হতে বিরত রাখা। সে তাদেরকে আদেশ করবে যেন তাদের রুকূ সাজদা এবং উভয় থেকে মাথা উঠানো-নোয়ানো ইমামের পরে পরে হয়। সে যেন তাদের নামাযের নিয়ম কানুনগুলি খুব ভালভাবে শিক্ষা দেয়। কেননা ইমাম তাদের নামাযের অভিভাবক, কিয়ামাত দিবসে ইমামকে তার পিছনে নামায সম্পাদনকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমামের একান্ত উচিত যেন সে নিজে নামায যথা নিয়মে সুন্দরভাবে পূর্ণরূপে আদায় করে। কেননা তার কারণে মুক্তাদীগণের নামাযও সুন্দর হবে এবং সকলের নেকী সে পাবে। তার খারাপভাবে নামায পড়ার ফলে মুক্তাদীগণের নামাযও খারাপ হবে এবং তখন সকলের গোনাহ তার উপর বর্তাবে। তাই ইমামের জন্য নামাযের গুরুত্ব দেয়া অতি বড় দায়িত্ব।

ইমামের যোগ্যতা

ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه.

আর মুসলিম জনগণের জন্য ওয়াজিব হল তারা যেন তাদের মধ্যকার সৎলোক দ্বীনদারকে তাদের পেশ ইমাম বানায়। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্

তা'আলা সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে, যারা আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লাকে ভয় করে থাকে এবং তাঁর প্রতি ধ্যানমগ্ন থাকে- এরূপ লোককে ইমাম নির্ধারণ করা সবচেয়ে উত্তম।

وقد جاء في الحديث «إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال»

হাদীসে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে যে, যখন কোন জামাআতে এমন লোক ইমামতি করে যার পিছনে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি মওজুদ, তখন ঐ জামাআতের লোক চিরদিন নিম্ন স্তরে থেকে যায়।

وجاء الحديث «اجعلوا أمر دينكم إلى فقهاء كم، وأئمتكم قراءكم»

আরো হাদীস উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ তোমাদের ধর্মের কাজ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে সোপর্দ করো। আর ইমাম নির্ধারণ করো যারা কুরআনের প্রতি 'আমলে অগ্রণী ব্যক্তি।

وإنما معناه.........أهل الدين والفضل والعلم بالله تعالى والخوف من الله تعالى الذين يعتنون بصلاتهم.

এখানে হাদীসে উল্লেখিত ফকীহ্ শব্দের মর্ম হলো দ্বীনদার-ধর্মীয় ব্যাপারে মর্যাদার অধিকারী, আল্লাহ্ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, যারা নিজেদের ও মুক্তাদীগণের নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা এটাই ভয় করে যে, তাদের নামাযের ত্রুটির কারণে মুক্তাদীগণের নামাযে ত্রুটি হবে এবং উভয় ত্রুটিজনিত অন্যায়ের বোঝা তাদেরকে বহন করতে হবে।

ومعنى القراء ليس على حفظ القرآن، فقد يحفظ القرآن من لا يعمل به ولا يعبأ بدينه ولا بإقامة حدود القرآن وما فرض الله عز وجل عليه فيه.

কোররা শব্দ কারী শব্দের বহুবচন। তার মর্ম কুরআন মুখস্থকারী হাফেয নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন লোকও কুরআন হেফ্য করে থাকে, যারা কুরআনের প্রতি 'আমল করে না, দ্বীনের পরোয়া করে না কিংবা কুরআনের বিধি-নিষেধ এবং যে সমস্ত দায়িত্ব আল্লাহ্ তার উপর ফরয করেছেন তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।

وقد جاء الحديث أن أحق الناس بهذا القرآن من كان يعمل به وإن كان لا يقرأ.

এ সম্পর্কে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ এই কুরআনের অধিক হকদার তারাই যারা তার প্রতি 'আমল করে থাকে, যদিও সে পাঠকারী না হয়।

فالإمام بالناس المقدم بين أيديهم في الصلاة بهم أعلمهم بالله وأخوفهم له.........فتزكو صلاتهم.

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে এবং আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভয় করে চলে- সেই ব্যক্তিই মুসলিমদের নামাযে ইমাম হওয়ার অগ্রগণ্য। মুসলিমদের কর্তব্য হলো ঐ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো, তাহলে তাদের নামায শুদ্ধ হবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তারা আল্লাহ্র কাছে নিম্ন স্তরের বলে বিবেচিত হবে। দ্বীনের ব্যাপারে তারা পিছিয়ে পড়বে এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। আল্লাহ্ ও তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত থেকে তারা দূরে পড়ে যাবে।

فرحم الله قوما عنوا بدينهم وعنوا بصلاتهم فقدموا خيارهم واتبعوا في ذلك سنة نبيهم ﷺ وطلبوا بذلك القربة الى ربهم.

আল্লাহ্ রহমত করবেন ঐ জামাআতকে যারা তাদের দ্বীনের প্রতি এবং তাদের নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যারা তাদের নামাযে তাদের উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানায়। এতে তারা তাদের নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণ করলো এবং এতে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ করলো।

নামাযে কাতার সোজা করা

وأمر يا عبد الله الإمام أن لا يكبر أول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالاً فإن رآى أن الصف معوجا والمناكب مختلفة أمرهم أن يسووا صفوفهم وأن يحاذوا مناكبهم.......حتى تتماس مناكبهم.

আব্দুল্লাহ্! তুমি ইমামকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্থানে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবীর তাহ্রীমা না বলে যতক্ষণ সে ডানে-বামে লক্ষ্য করতঃ কাতারের বাঁকা বা সোজা হওয়া নিরীক্ষণ না করে। যদি কাতার বাঁকা দেখে এবং মুসাল্লীদের একে অপরের কাঁধে মিল না দেখতে পায় তবে যেন তাদেরকে কাতার সোজা করা ও কাঁধে কাঁধ মিলানোর জন্য নির্দেশ দেয়। কাতারে দু'জনের মাঝে যদি ফাঁক দেখতে পায় তবে তাদেরকে যেন একে অপরের কাছাকাছি হয়ে কাঁধে কাঁধে মিল করার নির্দেশ দেয়।

তোমরা জেনে রেখো যে, কাতার বাঁকা হলে এবং নামাযের কাতারে কাঁধে কাঁধে মিল না হলে নামায অসম্পূর্ণ হবে, সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান।

وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال «راصوا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل»....

হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘরের দেয়ালের গাঁথুনির মতো কাতারে একে অন্যের সাথে মিলিত হও। শয়তান থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য দু'জনের মধ্যকার ফাঁক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করো।

وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه إذا قام مقامه للصلاة لم يكبر حتى يلتفت يمينا وشمالاً ويأمرهم بتسوية مناكبهم ويقول «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»

নাবী ﷺ থেকে হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি যখন নামাযে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন-ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু আকবার তাকবীর তাহ্‌রীমা বলতেন না-যতক্ষণ পর্যন্ত ডানে ও বামে ফিরে না দেখতেন। তাদেরকে তাদের কাঁধগুলো সমান করার নির্দেশ না দিতেন এবং না বলতেন ঃ তোমরা কাঁধে কাঁধে মিলাতে গরমিল করো না। কারণ এতে তোমাদের মনের মধ্যে গরমিল হবে।

وجاء عنه ﷺ أنه التفت يوما فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فقال «لتسون مناكبكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم»

নাবী ﷺ থেকে আরো হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি একদিন কাতারের প্রতি লক্ষ্য করতঃ দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে বাইরে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নামাযে অতি অবশ্য তোমাদের স্কন্ধগুলো সমান করবে নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের দিলের মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি করবেন।

فتسوية الصفوف ودنو الرجال بعضهم من بعض من تمام الصلاة وترك ذلك نقص في الصلاة.

সুতরাং, নামাযের কাতার সোজা করা, মুসাল্লীগণ একে অপরের নিকটবর্তী হওয়া-নামায পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। আর তা পরিত্যাগ করা নামায অসম্পূর্ণ হওয়ার নামান্তর।

وجاء عن عمر (رضي الله عنه) أنه كان يقوم مقام الإمام ثم لا يكبر حتى يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف..........وجاء عن

عمر بن عبد العزيز مثل ذلك.

উমার (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা এসেছে যে, তিনি নামাযে ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন না, যতক্ষণ তাঁর পক্ষ থেকে কাতার সোজা করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি এসে না পৌঁছতো। তারপর ঐ ব্যক্তি এসে সংবাদ দিতো যে, তারা সব সোজা হয়েছে। তারপর উমার (রা) তাকবীর তাহরীমা বলতেন। অনুরূপভাবে উমার ইবনে আব্দুল আযীয (র) থেকেও রেওয়ায়াত এসেছে।

وروي أن بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا....

বর্ণনা করা হয় যে, বেলাল (রা) কাতার সোজা করাতেন এবং যারা আগে-পিছে হয়ে থাকতো তাদের পায়ের গোছায় দোররা দ্বারা মারতেন- যাতে তারা বরাবর হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, বেলালের এই ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় হওয়াই সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর একামত দেয়ার সময় নামাযে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি নামাযের কাতার সোজা করাতেন।

لأن الحديث جاء عن بلال أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي ﷺ إلا يوما واحدا أذانا واحدا حين مرجعه من الشام........ولما قال بلال: أشهد أن محمدا رسول الله امتنع بلال من الآذان فلم يقدر، وقال بعضهم خر مغشيا عليه حبا للنبي ﷺ وشوقا إليه، فرحم الله تعالى بلالا والمهاجرين والأنصار وجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان.

কেননা এরূপ রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তেকালের পরে বেলাল (রা) আর আযান দেননি। কেবল শাম থেকে ফিরে আসার পর একবার একদিন রাত্রে আযান দিয়েছিলেন এবং ঐ সময়

মদীনাবাসীগণ বেলালের আযানের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। আবূ বকর এবং অন্যান্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের অনুরোধে বেলাল (রা) আযান আরম্ভ করলেন। মদীনাবাসীগণ এতোদিন পরে যখন বেলালের আযানের আওয়ায শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মনে পড়ে গেলো। এবং বেলালের আযান ও তাঁর স্বরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘটনা নতুনভাবে জেগে উঠলো। এমনকি কেউ কেউ বলে উঠলো যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ফিরে এসেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুনঃ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এটা বলে ফেললো এবং বেলালের আযানের আওয়াযে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত হৃদয়ের মাঝে এত বেশি জাগ্রত হলো যে, তাঁরা বেদনায় কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাদের কান্নার রোল বাড়তেই থাকলো। গৃহবাসিনী পর্দানশীন মহিলা ও যুবতীরা পর্যন্ত বাড়ির বাহির হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি গভীর মহব্বতের কারণে। যখন তারা বেলালের আযানের আওয়ায শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মৃতি জেগে উঠল। (এদিকে) বেলাল (রা) যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলেন তখন তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেলো। তিনি আযান পূর্ণ করতে পারলেন না। কোনো কোনো রাবী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত এবং অন্তরঙ্গতার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বেলাল এবং মুহাজিরীন ও আনসার রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে রহম করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের সত্যিকারের অনুসারী করুন।*

অতএব হে মুসলিম জনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে নামায সম্পাদন করো এবং কাতার সোজা করতঃ নামাযকে ঠিকভাবে আদায় করো যাতে তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের অনুসরণ জরুরী মনে করো। এটা তোমাদের উপর একান্ত জরুরী ওয়াজিব। আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেছেন ঃ

---

* আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকেও তাঁদের সত্যিকার অনুসরণের তাওফীক দিন। আমীন!! —প্রকাশক

قال عز وجل «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنت تجري تحتها الأ نهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم»

(সূরা তওবা ১০০ আয়াত) মুহাজির এবং আনসারগণের প্রথম অগ্রণী মানুষগণ এবং তাঁদের নিষ্ঠার সাথে অনুসারীগণের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, তাঁরাও (আল্লাহ্‌কে পাওয়ায়) সন্তুষ্ট। তাদের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত তৈরী রেখেছেন, যার নিম্নে নহর প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে তারা চিরস্থায়ী রয়ে যাবেন। এটাই বড় সফলতা।

فاتباع المهاجرين والأنصار واجب على الناس إلى يوم القيامة...

সুতরাং মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণের অনুসরণ করা মুসলিম জনগণের জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত ওয়াজিব। (নামাযের নিয়ম সম্পর্কে আর একটি কথা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায পড়াকালে তাঁর দু' দফা চুপ থাকা নিয়ম ছিল।

كان له سكتة عند افتتاح الصلواة وسكتة إذا فرغ من القراءة...

একবার নামায আরম্ভ করার সময় অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমা বলার পর (দোআয়ে ইসতেফ্‌তাহ পড়ার জন্য) দ্বিতীয় দফায় চুপ থাকা ছিল সূরা ফাতিহা পড়ার পর। অধিকাংশ ইমাম সাহেবগণ এই হাদীসের বিপরীত চলেন।

وأمريا عبد الله الإمام إذا فرغ من القراءة أن يثبت قائما وأن يسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع.

হে আবদুল্লাহ্! তুমি ইমামকে নির্দেশ দাও যে, যখন কেরাত পড়া শেষ হবে তখন যেন কিছু সময় রুকূ যাওয়ার পূর্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় চুপ থাকে আর তার কেরাত এবং রুকুর তাক্‌বীর যেন এক সাথে না মিলিয়ে দেয়।

وخصلة قد غلب عليها الناس في صلاتهم.....ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه.

আর একটি রীতি যা জনগণ তাদের নামাযে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে কতিপয় লোক ছাড়া- এ নিয়ম তারা দৈহিক কষ্টের জন্য করে না বরং যুবকবৃন্দ এবং শক্তি-সামর্থ্যবানগণও এরূপ করে থাকে। তা হলো রুকূ থেকে দাঁড়ানোর পর সাজদায় যাওয়ার নিয়ম। তাদের অনেকেই সাজদার সময় মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত দু'টি আগে রাখে।

وإذا نهض من السجود أو بعد ما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه قبل يديه، وهذا خطأ وخلاف ما عليه الفقهاء....

আর যখন সাজদা থেকে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে কিংবা তাশাহ্হুদ থেকে দণ্ডায়মান হয়, তখন মাটি থেকে হাত দু'টি উঠাবার পূর্বে হাঁটু উঠায়। এটা ভুল এবং ফকীহগণের বিপরীত। তার উচিত যে যখন সাজদায় যাবে তখন মাটিতে হাঁটুদ্বয় আগে রাখবে,* তারপর হাত ও মাথা কপাল রাখবে, এরূপ নির্দেশ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তোমরাও ঐ নিয়মে নামায পড়ার নির্দেশ দাও। আর তার বিপরীত কাউকেও করতে দেখলে তা নিষেধ করো এবং তাদেরকে বল সাজদা থেকে উঠাকালে যেন পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঠে। আর নামাযে সাজদা যাওয়াকালে মাটিতে যেন এক পা দ্বিতীয় পায়ের আগে না রাখে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইত্যাদি থেকে এরূপ এসেছে দু' পায়ের মধ্যে এক পা-কে আগে রাখায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

---

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাজদাহ্য় যাওয়া সংক্রান্ত দু'টি হাদীস আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দু'হাত এবং তার পরে দু' হাঁটু মাটিতে রাখতেন। অপর বর্ণনায়, প্রথমে দু' হাঁটু এবং পরে দু'হাত মাটিতে রাখতেন বলা হয়েছে। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী প্রথম হাদীসটি অধিক সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। যেহেতু তার সমর্থনে ইবনে উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত মওকুফ হাদীস বুখারীতে মওজুদ আছে। (অনুবাদক লিখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রুকূ ও সাজদা এবং উভয়ের মধ্যকার অবস্থার বর্ণনা

ويستحب للمصلي أن يكون بصره إلى موضع سجوده......وإذا سجد فليضع أصابع يديه حذو أذنيه وهو ساجد.

আর মুসাল্লীদের জন্য সাজদার স্থানে তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা উত্তম। সে যেন নামাযে উপর দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং ডানে, বামে, সামনে বা অন্য দিকে না দেখে। অতএব তোমরা নামায পড়াকালীন এদিক-সেদিক দৃষ্টিদান হতে সাবধান হও। কারণ তা মাকরূহ কাজ। এমনও বলা হয়েছে যে, তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন সাজদায় যাবে তখন হাতের আঙ্গুলগুলো কান বরাবর ক'রে কেবলামুখী রাখবে। হাত ও হাতের কনুই উঁচু রাখবে- নিজের পাঁজরের সাথে যেন মিলিয়ে না রাখা হয়।

جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه كان إذا سجد لومرت بهمة تحت ذراعيه لنفذت.....وجاء عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: كان رسول الله ﷺ إذا سجد يجافي بين ضبعيه.

নাবী ﷺ হতে হাদীসে এসেছে যে, তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন এমনভাবে সাজদা করতেন যে যদি বকরীর বাচ্চা তাঁর হাতের নিচে দিয়ে অতিবাহিত হতে চায় তবে অতিবাহিত হতে পারতো। এটা তাঁর দু' হাত কনুইসহ অত্যধিক উঁচু রাখার দরুন। সাহাবাগণ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ সাজদায় যখন যেতেন তখন দু' বাহুকে দেহ থেকে আলাদা রাখতেন। অতএব তোমরা সুন্দরভাবে সাজদা করো।

রুকূ ও সাজদা পূর্ণভাবে করার বর্ণনা

আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে রহম করুন। তোমরা নামাযের কোন অংশই নষ্ট করো না। হাদীসে এসেছে ঃ

جاء في الحديث: إن العبد يسجد على سبعة أعظم فأي عضو ضيعه منها لم يزل ذلك العضو يلعنه.

বান্দা তার দেহের সাত অঙ্গ দিয়ে সাজদা করে। অতএব দেহের কোনো অংশ সাজদা থেকে আলাদা রাখলে ঐ অংশ তাকে অভিশাপ করতে থাকে।*

নামাযীর জন্য উচিত হল, রুকূর সময় হাতের তালুকে হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন হাঁটুকে চেপে ধরে রাখে। তাতে হাতের আঙ্গুলগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে ধরে রাখবে এবং হাত ও বাহুর উপর ভর দিয়ে পিঠকে সোজা রাখবে। মাথা উঁচু বা নীচু করবে না। পিঠ, মাথাসহ সমস্ত অংশই যেন সমানভাবে থাকে।

فقد جاء عن النبي ﷺ أنه كان إذا ركع لو كان قدح من ماء على ظهره ماتحرك عن موضعه....

এ সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন রুকূ যেতেন তখন রুকূতে এমন অবস্থায় থাকতেন যে, যদি পানির পেয়ালা তাঁর পিঠে রাখা হতো তবে তা নিজ স্থান থেকে একটুকুও সরে যেতো না। রুকূতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ পূর্ণভাবে সোজা রাখার জন্যই এটা সম্ভব হতো। অতএব তোমরা নামাযকে সুন্দরভাবে আদায় করো। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। তোমরা রুকূ ও সাজদা পূর্ণভাবে সম্পন্ন করো এবং তার নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করো।

فإنه جاء الحديث أن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور فإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت أبواب السماء لها وتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا أساء في صلاته فلم

---

* সাত অঙ্গ এভাবে- (১) কপাল নাকসহ, (২) দুই হাত, (৩) দুই হাঁটু, (৪) দুই পা আঙ্গুলসহ বাংলা ভাষায় ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করা বুঝায়।

يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها صعدت ولها ظلمة فتقول ضيعك الله كما ضيعتني فإذا انتهت إلى أبواب السماء غلقت دونها ثم لفت كما يلف الثوب الخلق فيضربها وجه صاحبها....

কেননা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, বান্দা যখন নামায পড়ে এবং তার নামাযকে সুন্দরভাবে আদায় করে, ঐ নামায আসমানের দিকে উঠে যায় এমতাবস্থায় যে, উহা তার নূর (জ্যোতি) হয়। তারপর যখন আসমানের দরজায় পৌঁছে যায় তখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। ঐ নামায তার জন্য সুপারিশ করে এবং বলে, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযতে রাখুন- যেমন আমাকে হেফাযতের সাথে আদায় করলে। আর যখন নামায খারাপ ক'রে পড়ে- তার রুকূ, সাজদা এবং নিয়ম-কানুনগুলো পূর্ণ না করে, তখন ঐ নামায অন্ধকার হয়ে উপরে উঠে যায় এবং বলতে থাকে, আল্লাহ্ তোমায় নষ্ট করুন যেমন আমায় নষ্ট করলে। তারপর ঐ নামায যখন আসমানের দরজায় পৌঁছে তখন তার সামনে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, তারপর তাকে কাপড় জড়ানোর ন্যায় জড়িয়ে ঐ ব্যক্তির মুখে মারা হয়।

নামাযীর জন্য উচিত নামাযে তাশাহ্হুদে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা লম্বা করে এমন অবস্থায় রাখা যাতে তার আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে থাকে। আর ডান হাতের তর্জনী কেবলামুখী করে রাখা, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে গোলাকার করা এবং অন্যান্য আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ রাখা।

সুতরার সমীপবর্তী নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম

মুসাল্লী নামায পড়াকালীন সুতরার নিকটবর্তী হবে যেন তার সম্মুখ দিয়ে কেউ যেতে না পারে। কারণ এটা বড়ই মাকরূহ কাজ।

وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال من صلى إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها.

নাবী ﷺ থেকে হাদীস এসেছে। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সুতরার কাছে নামায পড়বে সে যেন তার কাছাকাছি হয়, কারণ শয়তান নামাযী ও তার সুতরার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

ومما يتهاون الناس به في أمر الصلاة تركهم المار بين يدي المصلي.

লোকে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট শিথিলতা প্রদর্শন ক'রে থাকে। তারা নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীকে ছেড়ে দিয়ে থাকে।

وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال إدرأوا المار فإن أبى فادرأوه فإن أبى فالطموه فإنما هو شيطان.(١)

অথচ নাবী ﷺ থেকে হাদীস এসেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে হটিয়ে দাও। যদি (হটতে) অস্বীকার করে তবে আবার বাধা দাও; তারপরও যাতায়াত করতে চাইলে তাকে থাপ্পড় দাও-এজন্য যে, সে শয়তান।

فلو كان للمار خلاص لما أمر النبي ﷺ بلطمه وإنما ذلك لعظم المعصية من المار بين يدي المصلي.

সুতরাং যদি নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী বেকসুর হতো তবে নাবী ﷺ মারার নির্দেশ দিতেন না। তা এজন্য যে, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা শক্ত গোনাহ এবং মুসাল্লীর গুনাহ হওয়া প্রমাণিত যখন সে তাকে বাধা না দিবে। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

(١) هذا الحديث مروى بمعناه في مسند الا مام أحمد عن سهل بن أبى حثمة مرفوعا كما في الفتح الربانى من ١٣٠-ج٣

وجاء الحديث أن أبا سعيد الخدري (رضي الله عنه) كان يصلي فـأراد ابن أخي مـروان بن الحكم أن يمر بين يديه فـمنعـه أبو سعـيد.....فقـال أبو سعـيد : أمرنا رسول الله ﷺ أن نـدرأ الـمار.....فإن أبى لطمناه فإنما هو شيطان وإنما لطمت شيطانا.

হাদীসে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) (একদিন মাসজিদে নববীতে) নামায পড়ছিলেন। ঐ সময় মারওয়ান ইবনে হাকাম-এর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইরাদা করলো। তিনি তাঁকে বাধা দিলেন। সে বাধা অমান্য করে পুনরায় সামনে দিয়ে যেতে চাইলো। তখন আবু সাঈদ রাযিআল্লাহু আনহু ঐ যুবককে চপেটাঘাত করলেন। এতে সে মারওয়ানের কাছে পৌঁছলো এবং তাঁর কাছে আবু সাঈদ (রা)-এর এই ব্যবহারের জন্য নালিশ করলো। মারওয়ান তখন মদীনার গভর্নর ছিল। পরে আবু সাঈদ তথায় উপস্থিত হলেন। তখন মারওয়ান বললেন, আমার ভাতিজা আপনার চপেটাঘাত করার বিষয় আলোচনা করেছে। আপনার পক্ষে তার প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন? তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে আমরা বাধা দিবো; যদি সে বাধা না মানে পুনরায় বাধা দিবো; তবুও যদি যেতে চায় তবে তাকে চপেটাঘাত করবো- কেননা সে শয়তান। অতএব আমি কেবল শয়তানকে চপেটাঘাত করেছি।

«لو يعلم أحدكم ماعليه في مره بين يدي أخيه في صلاته لأنتظر أربعين خريفا»

যদি তোমাদের কেউ জানতো যে, তার উপর কী পরিমাণ গোনাহ হয়- তার ভাইয়ের নামাযের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো- তবুও নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলতো না।

ফজরের সুন্নত বাড়িতে পড়বে

ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة أن يصلي الركعتين في منزله.....

ফজরের ফরয নামাযের জন্য বাড়ি থেকে বের হবার প্রাক্কালে নিজ গৃহে ফজরের দু' রাকাত সুন্নত পড়ে নেয়া উত্তম। তারপর বাড়ি থেকে বের হবে। ফজরের ফরয ও সুন্নতের মাঝখানে আল্লাহ্‌র যিকির করা মুস্তাহাব এবং ভুলের মধ্যে একটি ভুল কাজ এই যে, এ দু'য়ের মধ্যে অন্যান্য কথাবার্তা বলা। কিন্তু যদি কোন জরুরী কথা হয়- যেমন জাহেল ব্যক্তিকে দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা দেয়া এবং কোন বিষয়ে নসীহাত করা বা আদেশ-নিষেধ করা– এগুলো জরুরী ওয়াজিব কাজ। নফল যিক্‌র হতে দ্বীন সম্পর্কে জরুরী ওয়াজিব কাজ করা অধিক নেকী এবং যা জরুরী ওয়াজিব কাজ এগুলো আদায় না করা পর্যন্ত নফল এবাদত গ্রহণীয় নয়।

وقد جاء في الحديث «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة».

হাদীসে এরূপ এসেছে যে, আল্লাহ্ নফল কাজ কবুল করেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত ফরয আদায় না করা হয়।

নামায আরম্ভ করার আদব

ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع....

নামাযে গমনকারী ব্যক্তির উচিত, সে যখন মাসজিদে আসবে তখন যেন অন্তরে ভয়-ভীতি, নম্রতা ও বিনয়ভাব নিয়ে আসে এবং তার মধ্যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়। অতঃপর ইমামের সাথে যে পরিমাণ নামায

পাবে। আর যা ছুটে গেছে- আদায় করবে। এ নিয়ম নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মাসজিদে যাবার সময় আস্তে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ মাসজিদে চলাকালে কাছাকাছি পা ফেলে চলবে-আর যদি তাকবীর তাহরীমা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে কিছু জোরে চলায় দোষ নেই যদি তাড়াতাড়ি বা দৌড়াদৌড়ি না হয়।

নাবী ﷺ-এর সাহাবা (রা)-গণ হতে হাদীস এসেছে যে, তাঁরা কিছু জলদি করতেন যখন প্রথম তাকবীর ছুটে যাবার আশংকা করতেন এবং তা পাবার আশা করতেন।

فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وإن كان لايغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ولا أصغر من ذلك....

মুসলিম! তোমরা জেনে রাখো। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। বান্দা যখন মাসজিদে যাবার উদ্দেশে নিজ স্থান থেকে বের হয়- সেতো কেবল আসে আল্লাহ জাব্বারের কাছে- যিনি একক, মহাপরাক্রমশালী, সবাইকে পরাজিতকারী, যিনি মহান মার্জনাকারী। বান্দা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তা'আলা থেকে গোপন থাকতে পারে না। মানুষ কেন! রাই-এর দানা পরিমাণ ওজনের অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনো বস্তুই আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়, চাই সে বস্তু সপ্তম যমীনের অভ্যন্তরে থাকুক অথবা সাত আসমানের মধ্যে থাকুক, সাত সমুদ্রের গভীরে থাকুক অথবা ছিদ্রহীন কঠিন সর্ববৃহৎ পর্বতে থাকুক।

إنما يأتي بيتا من بيوت الله ويريد الله ويتوجه إلى الله وإلى بيت من بيوت الله التي (٢٤: ٣٦-٣٧ أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع

عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)

বান্দা তো কেবল আল্লাহ্‌র ঘরের মধ্যে কোন এক ঘরে আসে, সে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই, আল্লাহ্‌র প্রতি ধ্যান করার জন্য আসে। আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এভাবে নামায আদায়কারীগণের প্রশংসা করেছেন যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য- বেচাকেনা আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা হতে বিরত রাখে না। তারা ঐ দিনের ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যেদিন হৃদয় ও চক্ষু অস্থির হবে। (সূরা নূর- ৩৬, ৩৭)

فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ماكان فيه قبل ذلك....وليخرج بسكينة ووقار فإن النبي ﷺ أمر بذلك، وليخرج برغبة ورهبة وتواضع لله عز وجل.

তারপর তোমাদের কেউ যখন নিজ অবস্থান থেকে নামাযের জন্য বের হবে তখন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাযির হবার গুরুত্বের কথা মনের মধ্যে চিন্তা করে যেন আদবের সাথে চলে। ইতোপূর্বে দুনিয়াদারীর চিন্তা ও তার মধ্যে ডুবে থাকার বিপরীত ভাব যাতে উদয় হয় লক্ষ্য করতঃ রাগবাত, আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং আযাবের ভয় অন্তরে উদিত হয় এবং সে যেন নম্র ও বিনয়ী হয়ে বের হয়।

فإن كل من تواضع لله عز وجل وخشع وخضع....كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف وأقرب له من الله.

কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মহান মহীয়ান আল্লাহ তা'আলার জন্য বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে নম্রতা প্রকাশ করে। এতে তার নামায ততই পবিত্র ও বরকতপূর্ণ হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী হবে। সে আল্লাহ্‌র কাছে ততোই সম্মানিত ও নিকটতর হবে।

وإذا تكبر قصمه الله ورد عمله، وليس يقبل من المتكبر عملا

আর যখন আত্মগরিমা প্রকাশ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন এবং তার 'আমল রদ করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আত্মসন্তুষ্টিবশতঃ নিজেকে বড় মনেকারীর কোনো 'আমল কবুল করেন না।

جاء الحديث عن ابراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلة فلما أصبح أعجب بقيام ليلته فقال: نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم

মহান মহীয়ান আল্লাহ্র খলীল ইবরাহীম আলায়হিসসালাম থেকে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক রাত্রি ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটালেন। এরপর যখন ভোর হলো, রাত্রির ইবাদাত তাঁর মনঃপূত হওয়ায় তিনি বলে ফেললেন ঃ 'ইবরাহীমের রব কী চমৎকার যাঁর নামে এতো তৃপ্তি পাওয়া যায়- এবং ইবরাহীম তাঁর বান্দা বড়ই ভাগ্যবান যে রাত্রিকালে তাঁর ইবাদাতে কাটাতে সক্ষম হলো ঃ

فلما كان من الغد لم يجد أحدا يأكل معه وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره.....

তারপর যখন সকাল হলো, তিনি কোনো লোক পেলেন না যে তাঁর সাথে খাবার খায়। খলীল (আ) বড়ই পছন্দ করতেন যে, তাঁর সাথে যেন কেউ খাবার খায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি খাবার রাস্তার কিনারে বের করলেন, যদি কেউ তাঁর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে এবং তাঁর সাথে খাবার খায়।

فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجاباه فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضة فإن فيها عينا وفيها ماء....

তারপর দু'জন ফেরেশতা মানব মূর্তিতে আসমান থেকে অবতরণ করলেন এবং ইবরাহীম (আ)-এর দিকে আসলেন। তখন ইবরাহীম (আ) দু'জনকে খাবার খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। উভয়ই দাওয়াত গ্রহণ করলেন। তখন ইবরাহীম (আ) তাদেরকে বললেন ঃ আপনারা আমার সাথে এই বাগানে আসুন, তাতে পানির নহর আছে, আমরা ওখানে খাবার খাবো। সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন।

فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء فاشتد ذلك على إبراهيم عليه السلام....

সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেলো যে, অকস্মাৎ নহরের পানি উধাও হয়ে গেছে, তাতে কোনো পানি নেই। এটা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে বড়ই কঠিন মনে হলো এবং তিনি তাঁর কথায় লজ্জাবোধ করলেন। কারণ তাঁর কথামত সেখানে পানি পাওয়া গেলো না।

তখন ঐ আগন্তুক দু'জন বললেন, হে ইবরাহীম! আপনি নহরের পানি পুনঃ প্রবাহের জন্য আপনার মালিকের কাছে দোআ করুন। খলীল (আ) আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার কাছে দোয়া চাইলেন, কিন্তু পানি দেখা গেলো না। এটা তাঁর পক্ষে আরো কঠিন মনে হলো। তখন তিনি বললেন, আপনারা দু'জনে দোআ করুন। একজন দোয়া করে ফিরে এলেন- নহরে পানি দেখা গেলো। দ্বিতীয়জন দোয়া করলেন- নহরের পানি পূর্ণভাবে আসতে লাগলো। তখন ঐ দু'জন ইবরাহীম (আ)-কে জানালেন যে, তাঁরা দু'জন ফেরেশতা, ইবরাহীম (আ) তাঁর রাত্রির ইবাদাতে খুশী হওয়ায় তাঁর দোআ রদ হয়ে যায় এবং তা কবুল হয়নি।

فاحذروا رحمكم الله تعالى-فإذا قام أحدكم في صلاتة فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل.

নামায অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ভীতি পোষণ করা ও অন্তরের সাথে আদায় করা।

সুতরাং তোমরা আত্মগরিমা থেকে সাবধান থাকো। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। আত্মগরিমা থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ কোনো আমল কবুল করবেন না। নামাযের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করো। যখন তোমাদের কেউ নামাযের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান হবে তখন যেন আল্লাহ্‌র অগণিত নে'মাত প্রদানের কথা নিজ অন্তর দিয়ে বুঝতে থাকে। কেননা আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বান্দাকে এতো নে'মাত দিয়েছেন যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর বান্দা নিজের গুনাহ্‌য় ডুবে আছে। সুতরাং সে যেন তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁর জন্য বিনয় প্রকাশ করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

وقد جاء «إن الله أوحى إلى عيسى بن مريم إذا قمت بين يدى فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه فإذا دعوتنى فادعنى وأعضاءك تنتفض»

রেওয়ায়াতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা ইবনে মারয়াম (আ)-কে ওহী করলেন যে, যখন আমার সামনে দণ্ডায়মান হবে তখন দীনহীন বেশে নিজের নফসের দোষারোপ করবে। কেননা দোষারোপ করার উপযুক্ত বস্তু হলো নফস। অতএব যখন আমার কাছে দোয়া চাইবে তখন এমনভাবে দোয়া চাও যেন তোমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার ভয়ে কাঁপতে থাকে।

وجاء أن الله أوحى إلى موسى نحو هذا فما أحقك يا أخي وأولاك بالذم لنفسك إذا قمت بين يدى الله عز وجل.

মূসা (আ)-কেও আল্লাহ্ অনুরূপ ওহী করেছিল ব'লে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং হে আমার ভাই! তুমি কতখানি উপযোগী নিজের নফস্‌কে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার জন্য, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে?

.......وعن ابن سيرين أنه إذا قام في الصلاة ذهب دم وجهه خوفا من الله عز وجل وفرقا منه.

তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ) থেকে এরূপ কথা বর্ণিত যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন- আল্লাহ্র মাহাত্ম্য স্মরণে ভয়ভীতিতে তাঁর চেহারার রক্ত উধাও হয়ে যেতো।

وجاء عن مسلم بن يسار-أنه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا من صوت ولا غيره تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله عز وجل.

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (মৃত্যু ১০৮ হিজরী) তাবেয়ীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন তাঁর কোনো আওয়াজ বা সাড়া শব্দ পাওয়া যেতো না। এভাবে তিনি আল্লাহ্র ভয়ে নামাযে ডুবে থাকতেন।

وجاء عن عامر العنبرى الذى كان يقال له عامر بن عبد قيس في حديث هذا بعضه أنه قال «لئن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلي من أن أتفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة.

তাবেয়ীদের অন্যতম যাহেদ-আবেদ আমের আম্বারি-যাঁকে আমের ইবনে আব্দুল কায়েস বলা হয়- তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত কথার মধ্যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো। তিনি বলেছেন ঃ

যদি খঞ্জর আমার পৃষ্ঠদেশে ঘোরাফেরা করে তবুও আমার কাছে প্রিয় যে, নামাযে দুনিয়ার কোনো কথাবার্তা চিন্তা করবো।

وجاء عن سعيد(١) بن معاذ أنه قال : ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي فيها بشيء من أمر الدنيا حتى انصرفت.

---

(١)هكذا في الأصل سعيد ولعل الصواب سعد بن معاذ والله أعلم.

সাদ ইবনে মুআয (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি কোনো নামায পড়িনি, যে নামাযে দুনিয়ার কোনো কথা মনে মনে আলোচনা করেছি- ঐ নামায থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত।

«وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في حديث هذا بعضه : وتعفيري وجهي لربي عز وجل في التراب فإنه مبلغ العبادة من الله تعالي .....إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار التي لا تقوم لها الجبال الصم الشوامخ ولا تقوم لها السموات والأرض ولا البحار التى لا يدرك قعرها.....نستجير بالله من النار نستجير بالله من النار نستجير بالله من النار»

আবুদ্‌দারদা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে নামাযের (নিগূঢ় তত্ত্ব) সম্পর্কে যে কথা বর্ণিত হয়েছে, নিম্নের কথাগুলো তার অংশ বিশেষ। তিনি বলতেনঃ আমার মুখমণ্ডলকে ধূলায় লুণ্ঠিত করা আমার মহীয়ান গরীয়ান মালিকের জন্য। এই সাজদা হলো প্রভুর ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ নমুনা। অতএব তোমরা কেউ ধূলামাটি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেওনা এবং মাটির উপর সাজদা করতে তোমাদের কেউ যেন অপছন্দ না করে। যেহেতু ঐ সাজদার কারণে সে তার গর্দানকে মুক্ত করতে চায় এবং আগুন থেকে বাঁচতে চায়। যে আগুনের মোকাবেলায় হিমাচল থেকে যাবতীয় বড় বড় অলঙ্ঘনীয় পর্বত যা যমীনের জন্য পেরেক স্বরূপ করা হয়েছে- ঐ পর্বত টিকতে সক্ষম নয়। একের পর এক সাত আসমান যা সুদৃঢ় ছাদস্বরূপ স্থাপিত- টিকতে সক্ষম নয় ঐ আগুনের সামনে এবং এই বিশাল পৃথিবীর মাটি যা সৃষ্ট বস্তুর জন্য আবাসভূমি করা হয়েছে- ঐ যমীন এবং সপ্তসাগর যার গভীরতা এবং পরিধি এতো বিশাল বিস্তৃত যে, তার সৃজনকারী আল্লাহ ছাড়া কেউই অবগত নয় সেই সাগরও জাহান্নামের মুকাবেলা করতে সক্ষম নয়।

তাই আমাদের এই দুর্বল দেহের অবস্থা তার মুকাবেলায় কী হতে পারে? আমাদের কমজোর অস্থিগুলো এবং পাতলা চামড়াগুলোর অবস্থা কী

হতে পারে সেই অগ্নিদহনে? আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মরক্ষার ভিক্ষা চাই। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চাই। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আগুন থেকে পানাহ চাই।

ইমাম সাহেব আগুন অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়ার দোয়াটি তিনবার বলেছেন। তাই আমরা অনুবাদেও তিনবার উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ এবং মুসতাদরাক হাকেমে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

নামাযের মধ্যে খুশু, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে আদায় করা

فإن استطاع أحدكم إذا قام في صلاته أن يكون كأنه ينظر إلى الله عز وجل فإنه إن لم يكن يراه فإنه يراه.

সুতরাং তোমাদের যেন কেউ মনের মধ্যে এরূপ অবস্থার উদ্ভব করাতে সক্ষম হয় যে, যখন সে নামাযে দন্ডায়মান হবে তখন যেন সে (কাহ্‌হার জাব্‌বার গাফুর রাহীম) মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছে। আর যদি এ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে তবে যেন এটাই স্থির বিশ্বাস রাখে যে, তাকে আল্লাহ্ দেখছেন।

وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ «أنه أوصى رجلا فقال له في وصيته «اتق الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে অসীয়ত করলেন। ঐ অসীয়তে বললেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেন তাঁকে দেখছো। আর যদি তাঁকে দেখছো এরূপ মনে করতে সক্ষম না হও তবে জানো যে, তিনি তোমায় দেখছেন।

فهذه وصية النبي ﷺ للعبد في جميع حالاته فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدى الله عز وجل في موضع خاص ومقام خاص يريد الله ويستقبله بوجهه ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته.

নাবী ﷺ-এর এই অসীয়ত বান্দার জন্য তার যাবতীয় অবস্থায়। অতএব নামাযের মধ্যে বান্দার অবস্থা কী হওয়া উচিত যখন সে মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান হয় বিশেষ স্থানে যে কোনো মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে জাহান্নাম থেকে তিনবার পানাহ্ চায়, জাহান্নাম তার সুপারিশ স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বলে ঃ হে আল্লাহ্! ঐ ব্যক্তিকে আমা থেকে বাঁচিয়ে দাও– (আল ফাতহুর রাব্বানী-২৪শ খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা)। অন্য হাদীসে বর্ণিত ঃ যে প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে 'আল্লাহুম্মা আজেরনি মিনান্না-রে' দোয়াটি ৭ বার ক'রে পড়া।

বিশেষ অবস্থায়-সে আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে দাঁড়িয়েছে আর আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন।

وجاء الحديث «إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله بوجهه فلا يصرفه حتى يكون هو الذى ينصرف أو يلتفت يمينا وشمالا.

হাদীসে উল্লেখিত যে, বান্দা যখন নামায আরম্ভ করে তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর দৃষ্টিকে তিনি সরিয়ে নেন না যতক্ষণ বান্দা নিজে না ফিরে অথবা ডানে-বামে না দেখে।

وجاء الحديث قال «إن العبد مادام في صلاته فله ثلاث خصال : البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملائكة يحفون

من لدن قدمه إلى عنان السماء، ومناد ينادى : لو يعلم العبد-ما انفتل»

হাদীসে এসেছে ঃ বান্দা যতক্ষণ নামাযের অবস্থায় থাকে, তার জন্য তিনটি বস্তু জোটে। (১) আসমান থেকে তার মাথার উপর নেকী ঝরতে থাকে। (২) ফেরেশতা তার দু' পা থেকে আসমানের স্থান ভরে তাকে ঘিরে থাকে। (৩) একজন আওয়াজকারী আওয়াজ দিতে থাকে। বান্দা যদি তার এই অবস্থার মর্যাদা জানতো তবে ঐ নামায থেকে ফিরতো না।*

فرحم الله من أقبل على الصلاة خاشعا خاضعا ذليلا لله عز وجل......وجعل أكبر همه في صلاته لربه ومناجاته إياه...وقائما وقاعدا راكعا وساجدا وفرغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده واجتهد في أداء فرايضة، فإنه لا يدرى هل يصلى صلاة بعد التى هو فيها....فإن قبلها سعد وإن ردها شقي.

অতএব আল্লাহ্ রহম করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি অন্তর থেকে নামাযের প্রতি ধ্যান করলো আল্লাহ্র ভয়ভীতি সহকারে, আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার কাছে প্রার্থনা করলো আকাঙ্খিত ও আশংকিত অবস্থায়, নামাযে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন তার মহৎ উদ্দেশ্য এবং তাঁর সমীপে মোনাজাতরত অবস্থায় উপস্থিত হলো। দণ্ডায়মান, উপবেশন অবস্থায় অথবা রুকূ ও সাজদার মধ্যে সে তার অন্তরকে বিগলিত করে হৃদয়ের সবকিছু উজাড় করে তাঁর সামনে উপস্থিত। নিজের ফরয আদায়ে সে আপ্রাণ নিয়োজিত। যেহেতু সে আদৌ অবগত নয় যে, এই নামাযের পর আর

* মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী মুহাদ্দিস কিতা-বুস সালাতে হাসান বাসারী হতে মুরসালরূপে রেওয়ায়াত করেছেন। মূল কিতাবের টীকা। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর রাহেমাহুল্লাহ (জন্ম ২০২ হিঃ মৃত্যু ২৯৪ হিঃ) তাঁর লিখিত কিতাবের নাম তাযীমুস্ সালাত। –অনুবাদক

নামায পড়তে পারবে কিনা অথবা আর এক নামায পাওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু সংঘটিত হবে কিনা। ফলে যদি তার ঐ নামায কবুল হয় তবেই সে সৌভাগ্যবান-সুখী। আর যদি তা অগ্রাহ্য হয় তবে সে হতভাগ্য-দুঃখী। তাই সে এই অবস্থার মাঝামাঝি মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে দুঃখিত ও ভীত হয়ে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। ইমাম সাহেব নসীহাতস্বরূপ বলেছেন-

فما أعظم خطرك ياأخى في هذه الصلاة......أنك لاتدرى هل تقبل منك صلاة قط أم لا؟ ولا تدرى هل تقبل منك حسنة قط أم لا؟ وهل غفر لك سيئة قط أم لا؟ وقد جاءك اليقين أنك وارد النار ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها.

হে প্রিয় ভাই! এই নামাযে তোমার কী ভয়ানক অবস্থা। কেননা তুমি তো আদৌ অবগত নও যে, তোমার কোনো নামায কবুল করা হয় কিনা। তুমি মোটেই জানো না তোমার কোনো নেকী কবুল হয় কিনা কিংবা তোমার কোনো গোনাহ মাফ করা হয়েছে কিনা? তোমার কাছে তো কুরআনের মাধ্যমে এ সংবাদ নিশ্চিতভাবে এসেছে যে, তোমাকে জাহান্নামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তোমার কাছে তো এ সংবাদ নিশ্চিতরূপে আসেনি যে, তুমি তা থেকে অব্যাহতি পাবে।

فمن أحق بالبكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك

অতএব দীর্ঘ অনুতাপ ও কান্নার জন্য তোমার চেয়ে অধিক উপযোগী আর কে? যতক্ষণ তোমার পক্ষ থেকে কৃত 'আমল কবুল না করেন?

ثم مع هذا لا تدرى لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولا تمسى إذا أصحبت فمبشر بالجنة أومبشر بالنار وإنما ذكرتك يا أخي لهذا الخطر العظيم أنك لمحقوق أن لا تفرح بأهل ولا مال ولا ولد......

এছাড়া তুমি তো জানো না ,সন্ধ্যার পর তোমার আর সকাল হবে কিনা। কিংবা যে সকালে তুমি এখনো জীবিত আর তোমার সন্ধ্যা আসবে কিনা। কিংবা তার পূর্বেই তোমার আয়ু শেষ হবে কিনা। তখন তোমার মৃত্যুকালে হয় জান্নাতের শুভ সংবাদ শোনানো হবে অথবা জাহান্নামের শাস্তির কথা জানানো হবে। হে ভ্রাতা! আমি তোমার জন্য এই ভয়াবহ কথাগুলো এজন্য উল্লেখ করলাম যাতে তুমি তোমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও মাল-দওলতের কারণে খুশীতে নিমগ্ন হয়ে না পড়ো। এই সাবধানীর জন্য ঐ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উল্লেখ করলাম।

وإن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة وفي كل ساعة وطرفة عين

অতএব তোমার এই দীর্ঘ গাফলতি এবং এতোবড় মারাত্মক ব্যাপার থেকে তোমার একটানা অন্যমনস্কভাবে ভুলে থাকা বড়ই আশ্চর্যের উপর আশ্চর্যের কথা। অথচ প্রতিদিন রাত্রি ঘন্টা ও মুহূর্তে তোমাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে।

فواقع أجلك يا أخي! ولا تغفل عن الخطر العظيم الذى قد أظلك

তারপর হে ভ্রাতা! তোমার মৃত্যু সংঘটিত হবে তোমার এই বিরাট ভুলের মধ্যে। সুতরাং তুমি ঐ মারাত্মক বিপদের কথা ভুলে থেকো না যা নিশ্চিতভাবে তোমার নিকটবর্তী হচ্ছে।

فإنك لابد ذائق الموت ولا قيه ولعله ينزل بساحتك في صباحك ومسائك....فكأنك وقد أخرجت من ملكك وسابته

কেননা তুমি নিরুপায়ভাবে মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করবে। তার সাক্ষাৎ তোমার জন্য অনিবার্য। এমনও হবে যে, মৃত্যু তোমার আঙ্গিণায় তোমার সকাল কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হবে। মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ তোমার

দৃষ্টি পথে আসবে। তখন তোমার যাবতীয় ক্ষমতা হতে তোমাকে টেনে বের করা হবে। তোমার যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে।

فـإما إلى لجنة وإمـا إلى الـنار، انقطع الصـفـات وقـصـرت الحكايات عن بلوغ صفتهما ومعرفة قدرهما والإحاطة بغاية خبرهما.

এই মৃত্যুর পর তোমার স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নাম যার বর্ণনা দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দু' স্থানের সংবাদ আয়ত্ত করা এবং তার পরিমাণ জানা, তার বর্ণনা কাহিনীর নিগূঢ়ে পৌঁছানো মনুষ্য শক্তির আয়ত্ব বহির্ভূত।

أما سـمعت يا أخي! قـول العـبد الصـالح عـجبت للناركيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها(١)

হে ভ্রাতা! তুমি কি শোননি নেক বান্দার কথা! আমি আগুনের ভয়াল রূপ শ্রবণ করার পর আশ্চর্য বোধ করি যে, তা থেকে পলায়নকারী গাফেল আছে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নয়নাভিরাম দৃশ্যপূর্ণ জান্নাতের অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে থাকে।

فـوالله لئن كنت خـارجا بين الطلب والهـرب لقـد هلكت وعظم شـقـاءك وطال حـزنك...وإن كنت تزعـم أنـك هارب طالب فـاغـد في ذلك على قدر ما أنت عليه من عظم هذا الخطر ولا تغرنك الأماني

সুতরাং তুমি যদি আগুন থেকে পলায়নের ব্যাপারে এবং জান্নাত অন্বেষণ থেকে বিরত থাকো তবে তুমি ধ্বংস হয়েছ। দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় পৌঁছেছো। আর তোমার দুঃখ-বেদনা কত দীর্ঘ; আর তুমি মনে করো যে, জাহান্নাম থেকে পলায়ন ও জান্নাতের অন্বেষণে তৎপর আছো, তবে তোমার সামর্থ্য মুতাবেক এ পথে চলো। কর্মহীন আশার কুহেলিকায় ধোঁকায় নিপতিত হয়ো না।

---

(١) هذا الحديث مـروى عن أبي هريرة مرفوعـا : «مارأيت مثل النار نـام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها» رواه الترمذى بإسناد فيه يحي بن عبيد الله.

واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص واضمحلال ودروس جاء الحديث «ترذلون في كل يوم وقد أسرع بخياركم»

তোমরা অবগত হও। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন। দ্বীন ইসলাম দৈনিক পিছে হটছে। তা কমে যাচ্ছে এবং মিটে যাচ্ছে। হাদীসে উল্লেখ আছে তোমরা দৈনিক নীচু শ্রেণীতে চলে যাচ্ছ, তোমাদের সৎ লোকগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে।

وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال : «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ»

নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ ইসলাম অপরিচিত মুসাফিরের ন্যায় আরম্ভ হয়েছিল এবং সে পুনরায় অপরিচিত মুসাফিরের ন্যায় হয়ে যাবে যেমন আরম্ভ হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলামের আগমনকালে জনগণ তাকে অভিনব অপরিচিত, অজানা বিষয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবার শেষ যুগে মানুষ মুখে ইসলাম বললেও তার মূল আদর্শ এমনভাবে ছেড়ে দিবে যেমন ভিনদেশী পথিকের অন্যদেশে স্থান থাকে না।

وعنه ﷺ أنه قال : «خير أمتى القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخر شر إلى يوم القيامة»

নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের শ্রেষ্ঠ যুগ যে যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি। তারপর যারা এদের পরের যুগবাসী, তারপর তাদের পরের যুগবাসী। এই তিন যুগের পর কিয়ামাত পর্যন্ত খারাপ লোকের যুগ।

وجاء عنه ﷺ أنه قال لأصحابه «أنتم خيرمن أبناءكم وأبناءكم خير من أبناءهم وأبناءكم خير من أبناءهم والآخر شر إلى يوم القيامة»

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানগণ থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তোমাদের সন্তানগণ তাদের সন্তানগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। তারপর তোমাদের সন্তানদের সন্তানগণ তাদের সন্তান থেকে শ্রেয়ঃ। এরপরের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত খারাপ হবে।

অর্থাৎ এই হাদীসও তিন যুগের পর অপ্রিয় লোকের যুগের সাক্ষ্য বহন করছে।

وجاء عنه ﷺ : «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه»

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ মানুষের এমন এক যুগ আসবে যে সময় ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কুরআন কেবল তার রসম রয়ে যাবে। অর্থাৎ লিখন পঠন রয়ে যাবে, তার প্রতি 'আমল উঠে যাবে।

وجاء عنه ﷺ أن رجلا قال كيف نهلك ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرئون أبنائهم؟ قال : «ثكلتك أمك أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التورات والإنجيل»؟ قال بلى يا رسول الله، قال : «فما أغنى ذلك عنهم»؟ قال لا شيء يا رسول الله.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে বললোঃ আমরা কীভাবে ধ্বংস হবো? অথচ আমরা এই কুরআন পড়েছি এবং আমাদের সন্তানগণকে পড়াচ্ছি। আবার আমাদের সন্তানগণ তাদের সন্তানগণকে পড়াবে। তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার মা তোমার প্রতি রোদন করুক! এই ইয়াহুদী ও নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইনজিল পড়ে না? ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় এরা পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই পড়া ও পড়ানো তাদের কি কাজে আসছে? সে ব্যক্তি বললো ঃ কোনোই কাজে আসে না ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

وقد أصبح الناس في نقص عظيم شديد من دينهم عامة ومن صلاتهم خاصة

মানুষ সাধারণ ভাবে তাদের দ্বীন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে নামায সম্পর্কে বিরাট অপূর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।

নামায সম্পর্কে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

فأصبح الناس في الصلاة ثلاثة أصناف، صنفان لا صلاة لهم، أحدهما الخوارج والروافض...بشهادتهم علينا بالكفر....والصنف الثاني من أهل اللهو واللعب والعكوف....على الأشربة والأعمال السيئة-والصنف الثالث هم أهل الجماعة الذين لايدعون حضور الصلاة وهؤلاء مع خيرهم وفضلهم على غيرهم قد ضيعوها ورفضوها إلا ما شاء الله....

নামাযের ক্ষেত্রে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, দুই শ্রেণীর নামায আদৌ নেই। খারেজী দল ও রাফেযী-শীয়া সম্প্রদায় যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উদাহরণ পেশ করে থাকে এই ধরনের অন্যান্য বিদআতী দল। এরা সাধারণ জামাআতে নামায পড়াকে ঘৃণা করে এবং মুসলিমদের সাথে জামাআতে শরীক হওয়া অপছন্দ করে। কারণ তারা আমাদেরকে কাফির বলে জানে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তারাই যারা রং তামাশা খেলাধূলা এবং জঘন্য কর্মস্থলে অবস্থান করে, শরাব ও অন্যান্য ঘৃণিত কাজে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় শ্রেণী যারা মুসলিমদের জামাআতে শরীক থাকে নামাযের জন্য আযান দেয়া কালে, তারা জামাআতে উপস্থিত হওয়া পরিত্যাগ করে না এবং মুসলিমদের সাথে মাসজিদে উপস্থিত হয়।

এরা তিন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী হওয়া সত্ত্বেও এবং অন্যান্যদের উপর এদের ফযীলত থাকা সত্ত্বেও তারা নামাযকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইল্লা-মা-শা আল্লাহ্। কারণ এদের অনেকেই ইমামের আগে রুকূ ও সাজদায় গমন করে থাকে। অথচ তাদের জন্য উচিত ছিল নামাযের প্রত্যেক অবস্থায় ইমামের পরে যাওয়া।

ولقد أخبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال رأيت خلقا كثيرا فيه يسابقون الإمام وأهل الموسم من كل أفق من خراسان وافريقية وأرمينية وغيرها من البلاد إلى ما شاء الله...

যারা হাজ্জের মওসুমে মাসজিদুল হারাম (মাক্কায়) নামায পড়েছে তাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছে ঃ আমি হারামে বহু লোককে দেখেছি রুকূ-সাজদা এবং উভয় রুকন থেকে উঠাবসায় ইমামের আগে আগে যেতে। খোরাসান, আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ইত্যাদি আল্লাহ্র বিভিন্ন মূলুক হতে যারা হাজ্জে আগমন করে তারা নামাযে ইমামের আগে উঠাবসা করে। সংবাদদাতার এই সংবাদের তাসদীক আমরা দেখেছি। খোরাসানীরা সুদূর খোরাসান থেকে হাজ্জ করতে আসে। নামাযে রুকূ সাজদা ও উঠা-বসায় ইমামের আগে যায়।

وترى الشامى كذلك والافريقي والحجازي وغيرهم كذلك غلبت عليهم المسابقة.

অনুরূপভাবে সিরিয়াবাসী এবং আফ্রিকা ও হেজাযবাসীকে দেখলাম যে, তাদের উপর ইমামের আগে আগে যাওয়ার স্বভাব চেপে বসেছে।

ফরযের গুরুত্ব পরিত্যাগ করে নফল ইবাদাত করা অপছন্দ

وأعجب من ذلك أنهم يسبقون إلى الفضل ويبكرون إلى الجمعة.....فلا يزال مصليا...تاليا للقرآن...مع هذا كله يسابق

الإمام...فـهم يتـقربون بـالنوافل ....ويضـيعـون الفرائض...وجـاء الحديث : «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة».....

এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য যে, তারা ফযীলাতের আকাঙ্ক্ষায় জুমার দিন খুব সকালে মাসজিদে উপস্থিত হয় এবং নেকীর রগবতে অনেক সময়ে তাদের অনেকে মাসজিদেই ফজর নামায পড়ে। তারপর নামাযেই রত থাকে। কখনো রুকুতে কখনো সাজদায় কেরাত ও তাশাহহুদ এই সমস্ত নামাযের অবস্থায়ই মগ্ন থাকে। কখনো কুরআন তেলাওয়াতে বা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনায় জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী ও জাহান্নাম থেকে ভীত অবস্থায় কাটে, জুমার পর আসর পর্যন্ত বা মাগরিব পর্যন্ত এভাবে কাটিয়ে দেয়। এতোগুলো ভালো কাজে মশগুল থাকা সত্ত্বেও যখন জামাআতে ফরয নামাযে খাড়া হয় তখন শয়তানের ধোঁকায় রুকূ সাজদায় ইমামের আগে যায়। তারা এরূপ জরুরী-ওয়াজিব কাজে শয়তানের কবলে নিপতিত হয়। আর যদি ইমামের আগে না যায় কিন্তু রুকূ, সাজদা, উঠা, বসায় ইমামের সাথে সাথে চলে, এসব মূর্খতাবশতঃ এবং শয়তানের পক্ষ থেকে ধোঁকায় পড়ার কারণে এরূপ হয়। ফলে দেখা যায় যে, তারা নফল কাজের দ্বারা নৈকট্য লাভের আশা করে যা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল না। আর ফরয কাজ যা তাদের উপর অবশ্য করণীয় তারা তা বিনষ্ট করে দেয়। অথচ হাদীসে এসেছে- "আল্লাহ্ নফল এবাদত কবুল করবেন না যতক্ষণ ফরয ইবাদাত সঠিকভাবে পালন না করা হবে।" সকালে জুমার মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার নেকি ঐ সময় হাসিল হয় যখন ফরযকে বিনষ্ট না করা হয়। কেননা মূল বিষয় অর্থাৎ ফরয কাজ সঠিকভাবে আদায় করা হলে অতিরিক্ত নফল না হলেও যথেষ্ট হয়। তাই বলে নফল আদায়ে ফরয নষ্ট করে কোনো ফায়দা হবে না।

فـمن يضـيع الأصـل فـقـد ضـيع الفـضـل ومن...تمسك بالأصل وأحكمه استغنى عن الفضل.

সুতরাং যে ব্যক্তি মূল পুঁজি বিনষ্ট করলো সে নফলও হারালো ,আর যে ফরযকে ভালোভাবে দৃঢ়তার সাথে আদায় করলো তার ঐ ফরযই যথেষ্ট হবে। এর একটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

وإنما مثلك كمثل تاجر...يفرح بالربح ويغفل عن النظر في رأس المال...فلم يبق رأس مال ولا ربح.

অর্থাৎ তোমার এই ফযিলাত অন্বেষণে এবং আসল ফরয বিনষ্ট করায় ঐ ব্যবসায়ীর উদাহরণ যে ব্যক্তি বাহ্যদৃষ্ট লাভে খুশি থাকে, অথচ হিসেবের বেলায় আসল পুঁজি থেকে বে-খবর। তারপর যখন হিসাব-নিকাশ করে দেখে তখন বুঝতে পারে যে, লাভের সাথে আসলই ফুরিয়ে গেছে, শেষ পরিণামে তার মূল পুঁজি ও লাভ কিছুই থাকে না।

অজ্ঞদের নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে আলেমদের ক্রটি

فرحم الله رجلا رأى أخاه يسبق الامام....أويصلى وحده فيسيء في صلاته فينصحه..ولم يسكت عنه...

অতএব আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে রহম করবেন যে তার ভাইকে দেখে, সে ইমামের আগে রুকূ ও সাজদায় যাচ্ছে অথবা ইমামের সাথে সাথে যাচ্ছে কিংবা একা নামায পড়া অবস্থায় তার নামায খারাপ করে পড়ছে। সে তাকে নসীহাত করবে এবং ঠিক মতো নামায আদায় করার আদেশ দিবে। সর্বাবস্থায় নামাযকে খারাপ করে পড়া থেকে নিষেধ করবে। তার এসব ক্রটির জন্য নসীহাত করা ওয়াজিব এবং চুপ থাকা তার উপর গুনাহ।

إن الشيطان يريد أي تسكتوا عن الكلام فيما أمركم الله به....وان يضمحل الدين ويذهب وأن لا يحيوا سنة ولا تميتوا بدعة....

শয়তান চায় যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন তা বলা থেকে চুপ থাকো এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে ওসিয়াত করেছেন ঃ "নেকী ও তাক্ওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর" তা পরিত্যাগ কর। এটাই শয়তানের প্রচেষ্টা এবং তোমরা একে অপরকে নসীহাত করা পরিত্যাগ করতঃ পাপী ও গোনাহ্গার হও; আর ভালো কাজের নির্দেশ দানে তোমরা নেকী পাও শয়তান এটা আদৌ চায় না। বরং সে চায় যাতে দ্বীন ইসলাম খতম হয়ে যায়। তার প্রচেষ্টা সব সময় চলে যেন তোমরা সুন্নতে মুহাম্মাদীয়াকে উজ্জীবিত না করো এবং বিদআতকে না মিটাও। অতএব তোমরা শয়তানের ঐ অভিপ্রায়ের বিপরীত করতঃ একে অপরকে নসীহত করো, ভালো ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) ٣٥ : ٦، وقال تعالى : ٢٦: ٢ (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة).

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের চরম শত্রু; অতএব তোমরাও তাকে শত্রু বলেই গণ্য করো। (সূরা ফাতের ৬)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন, হে আদম সন্তান! শয়তান তোমাদেরকে যেন বিপর্যস্ত না করে; যেমন তোমাদের পিতা আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। (সূরা আ'রাফ ২৭)

واعلموا أنه ماجاء هذا النقص إلا من المنسوبين إلى الفضل....ممن بالشارق والمغرب من أهل الإسلام لسكوت أهل العلم والفقه عنهم....

তোমরা জেনে রেখো, বিশ্বের মুসলিম সমাজে এই ত্রুটি আসছে কেবলমাত্র সমাজের বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কারণে। কেননা যারা

বিদ্বান ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে সমাজে পরিচিত তারা ঐ ধরনের ভুল দেখেও সংশোধনের জন্য নসীহত করে না, বরং চুপ থেকে যায়।

يروا.....مؤدبا ولا مغيرا.....فجرى أهل الجهل على المسابقة للإمام.

ফলে তারা অর্থাৎ অবুঝ লোকগুলো এ বিষয়ে নির্দেশদাতা বা নিষেধকারী বা তাদের হিতার্থে নসীহাতকারী, শিক্ষাদানকারী উস্তাজ দেখতে পায় না। তাদের ঐ গলদ নিয়মে নামায পড়ার প্রতি সংশোধন করা বা তার প্রতিবাদ করা কাউকেও দেখতে পায় না। সুতরাং জাহেল লোকগুলো নামাযের নিয়ম-আরকানে ইমামের আগে আগে চলে যায়।

وجرى معهم كثير ممن ينسب إلى العلم والفقه....استخفاف منهم بالصلاة...

এ ক্ষেত্রে কেবল মূর্খরাই একা নয়, অনেক আলেম ও ফিকাহ চর্চাকারী সমাজে সম্মানী ব্যক্তিরা ঐ ভুলে রয়ে যায় নামাযকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে। আশ্চর্যের উপর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য যে, আলেম সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে জাহেলদের অনুসরণ করে চলে। তারা ইমামের আগে বা সাথে সাথে রুকূ-সাজদায় যায় অথচ তাদের উচিত ছিল তারা সঠিকভাবে নামাযের নিয়ম-কানুনগুলো নিজে পালন করার সাথে সাথে জাহেলগণকেও এ বিষয়ে নসীহাত করা, বরং তারা এটা পরিত্যাগ করায় গুনাহগার হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছে এবং ইসলামে তারা খেয়ানত করছে এই গুলো বুঝা উচিত ছিল। আলেমগণ কেবল নামায বিষয়েই জাহেলদের পিছনে চলে না, বরং তারা জাহেলদের সাথে অনেক অন্যায় কাজেও ভেসে যাচ্ছে। যেমন কাজে-কর্মে ধোঁকা দেয়া, পরনিন্দা করা, ফকীর-মিসকীন ও দুর্বলদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা ইত্যাদি অন্যায়ের সংখ্যা অনেক। তারা এ বিষয়ে জাহেলদের সাথে গা ভাসিয়ে চলেছে।

মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং নামাযে চুরি করার বর্ণনা

وجاء عن النبي ﷺ أنه قال : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»....

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো মুনকার কাজে দেখবে সে যেন তা তার হাত দ্বারা পরিবর্তন করে, যদি হাত দ্বারা সক্ষম না হয় তবে মুখে বলবে, আর যদি মুখে বলতেও ভয় পায় তবে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে আগে বা সাথে সাথে রুকূ-সাজদা করলো সে নামাযকে বিনষ্ট করলো। অথবা একা নামায পড়া অবস্থায় যে তার রুকূ-সাজদা পূর্ণ করলো না সে ব্যক্তি মুনকার কাজ করলো। কেননা সে নামাযে চুরি করলো।

وقد جاء في الحديث عن النبى ﷺ أنه قال : «أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته، قالوا يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها»

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চোর সেই যে তার নামায চুরি করে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ তার নামাযে কীভাবে চুরি করে? বললেন, নামাযে রুকূ ও সাজদা পুরা করে না।

فسارق الصلاة قد وجب الإنكار عليه ممن رآه والنصيحة له.....

جاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله أنه قال :

অতএব যে নামাযে চুরি করে তাকে ঐ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং তাকে নসীহাত করা ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে তাকে খারাপ করে নামায পড়তে দেখবে। কেননা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

«من رأى من يسيىء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها وعارها»

যে ব্যক্তি কাউকে খারাপ করে নামায পড়তে দেখলো অথচ সে তাকে নিষেধ করলো না, তবে ঐ নীরব দর্শক তার ঐ নামাযের পাপে ও ক্ষতিতে অংশীদার হবে। তাবে'য়ী বেলাল ইবনে সা'দ ইবনে তামীম আবু আমর দেমাশকী ওয়ায়েয (মৃত্যু ১২০ হিজরী) মারফত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال : «الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة......» الصلاة أول فريضة وآخر وصية النبي ﷺ

পাপ যতক্ষণ উহ্য থাকে তখন তা কেবল পাপীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আর যখন তা প্রকাশ্যভাবে জাহির হয় এবং তার পরিবর্তন না করা হয় তখন তা সাধারণের জন্য ক্ষতিকর হয়। অতএব যদি কোনো মানুষ এমন স্থানে নামায পড়ে যেখানে তাকে কেউ দেখতে পায় না এবং সে তার রুকূ সাজদা অসম্পূর্ণ করায় নামাযকে বিনষ্ট করে তাহলে তার পাপ কেবল তারই হলো। আর যখন সাধারণ জামাআতে মাসজিদে বা এমন স্থানে নামায ছিল যেখানে লোকেরা দেখছে এবং সে নামাযের রুকূ সাজদা ঠিকমত না করায় নামাযকে নষ্ট করে দিলো তবে তার ক্ষতি তার এবং সাধারণের উপর হলো।* রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায়কালে বার বার বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন এই বলে ঃ

* কারণ তার ঐ নামায দেখে অবুঝ বা অল্প বয়সের লোকেরা অনুকরণ করতে পারে। বিশেষ করে যদি শিক্ষিত ব্যক্তি হয় তবে তার নিজের নামাযের অনুকরণকারী সকলের নামায নষ্ট হলো ও গোনাহও সাধারণভাবে সকলের স্কন্ধে আপতিত হলো।

নামায সর্বপ্রথম ফরয এবং নাবী ﷺ এর শেষ ওসিয়ত

«اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم» وهى-الصلاة-عمود الإسلام

তোমরা নামায সম্পর্কে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। নামায হলো দ্বীনের স্তম্ভ, তাঁবুর স্তম্ভের ন্যায়।

إذا سقط العمود سقط الفسطاط فلا ينتفع بالأطناب والأوتاد وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام....

তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি যদি পড়ে যায় তবে তাঁবু পড়ে যায়। তখন তার টানা বাঁধার রশি ও গোঁজ কোনো কাজে আসে না। অনুরূপ নামায যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ইসলামই খতম হয়ে গেলো। নামাযকেই আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ইবাদাতের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছেন এবং নামায ও ধৈর্যকে যাবতীয় সৎকাজ এবং আল্লাহ্‌র মদদ-এর মূল ভিত্তি করেছেন।

فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرقها عليهم»

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। যারা জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকে তোমরা তাদের মাসজিদে উপস্থিত হবার নির্দেশ দাও। হাত ধরে আনতে পারলে উত্তম। নচেৎ মুখে বলে তাদের আনো। জামা'আতে হাযির হবার জন্য মুখে বলতে চুপ থেকো না। কেননা যারা মাসজিদে জামা'আতে আসে না তারা অতি মারাত্মক গোনাহে নিপতিত। হাদীসে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, জামা'আত খাড়া করার নির্দেশ দিয়ে ঐ সমস্ত লোকের বাড়িতে পৌঁছি যারা তাদের স্থানে অবস্থান করে এবং জামাআতে হাযির হয় না। তারপর তাদের বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেই।

নাবী ﷺ তাদের অবস্থান স্থলে আগুন ধরাবার হুমকি দিয়েছেন। অতএব জামা'আতে হাযির হওয়া যদি মারাত্মক কঠিন কবীরা গোনাহ না হতো তবে তাদের মনযিল জ্বালিয়ে দিবার হুমকি দিতেন না।

وجاء الحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وجار المسجد الذى بينه وبين المسجد أربعون دارا...

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– মাসজিদের পড়শীদের নামায মাসজিদ ব্যতীত দুরস্ত নয়। মাসজিদের পড়শী বলতে মাসজিদ ও তার আশেপাশে ৪০ খানা বাড়ি পর্যন্ত মাসজিদের পড়শী বলে গণ্য। সুতরাং মাসজিদের চতুষ্পার্শ্বের যাবতীয় বাড়ি ঘর ঐ হিসেবের অন্তর্গত।*

আযান শুনলে জামাআতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব

وجاء الحديث قال : « من سمع المؤذن فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر»

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করার পর মাসজিদে জামা'আতে উপস্থিত হলো না অর্থাৎ বাড়িতে নামায পড়ল তার নামায হবে না; হাঁ তবে যদি শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর থাকে। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় বাড়িতে নামায শুদ্ধ হবে।

وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه فقد رجلا فأتى

---

* বর্তমান যুগে মুসলিমদের অধিকাংশ মসজিদে মাইকের সাহায্যে আযান হয় যার আওয়াজ ৪০টি বাড়ি তো দূরের কথা চতুর্দিকে প্রায় অর্ধ মাইলেরও বেশি শ্রুত হয়। এই জন্যই ৪০টি বাড়ি বর্ণনায় মসজিদের পড়শী নির্ধারণ অতি উত্তম হিসাব। উক্ত হাদীসটি দারাকুতনীতে আবু হুরাইরা, জাবের, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফু রূপে বর্ণিত হলেও তার সনদ অতি ক্ষীণ। তবে আলী (রা) এর বাচনিক রূপে সহীহ সনদে বর্ণিত। (মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা) আলী (রা) হতে মসজিদের আযান শুনবার এলাকা পর্যন্ত পড়শী হিসেবে গণ্য, যা মাইকের সাহায্যে নয়, সাধারণ গলার আওয়াজ।

منزله وصوت به فخرج الرجل قال : ماحبسك عن الصلاة؟

উমার ইবনে খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্হু থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে মাসজিদে অনুপস্থিত পাওয়ায় তার গৃহে উপনীত হলেন, তারপর তাকে আওয়াজ দিলেন। লোকটি বের হলে উমার (রা) বললেন, নামাযে উপস্থিত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? সে লোকটি বললোঃ

قال علة....ولولا أني سمعت صوتك ماخرجت أو قال ما استطعت أن أخرج

অসুখ- হে আমীরুল মুমেনীন! আমি যদি আপনার আওয়াজ না শুনতাম তবে কখনোই (অন্য কেউ হলে) বের হতাম না, অথবা সে বললো অসুস্থতার কারণে বের হতে সক্ষম ছিলাম না। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

فقال عمر : لقد تركت دعوة من هو أوجب عليك إجابة مني منادي الله إلي الصلاة

আমা অপেক্ষা যার আহ্বানে সাড়া দেয়া তোমার উপর অধিক কর্তব্য ছিল তার ডাকে সাড়া দেয়া পরিত্যাগ করেছ, আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারী নামাযে উপস্থিত হবার জন্য তোমাকে ডাক দিয়েছিল।

وجاء عن عمر أنه فقد أقواما في الصلاة، قال : مابال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون....ليحضرن المسجد أو لأبعثن إليهم من يجافي رقابهم...

(আমিরুল মু'মিনীন) উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কিছু লোককে নামাযের জামা'আতে উপস্থিত পেলেন না। তখন তিনি বললেন, কিছু লোকের কী হয়েছে যে, তারা জামা'আতে উপস্থিত হওয়া থেকে পিছিয়ে থাকে? তাদের এই পিছিয়ে থাকার কারণে অন্যরাও

পিছিয়ে থাকবে। তারা অতি অবশ্যই নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হোক। নতুবা আমি তাদের কাছে এমন লোক পাঠিয়ে দিবো যারা তাদের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তারপর তিনি তাকীদ সহকারে বলতেন ঃ তোমরা নামাযে উপস্থিত হও, তোমরা নামাযে উপস্থিত হও।

وجاء الحديث عن عبد الله ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله إني شيخ ضرير البصر ضعيف البدن، شاسع الدار بيني وبين المسجد نخل وواد فهل من رخصة إن صليت في منزلي؟ فقال له النبي ﷺ «أتسمع النداء؟ قال-نعم-قال : أجب» ولم يرخص النبي ﷺ لرجل ضرير البصر ضعيف البدن شاسع الدار....

আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম থেকে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বৃদ্ধ মানুষ, চোখে অন্ধ, দেহে দুর্বল, দূরে বাসস্থান, মাসজিদ ও আমার মাঝখানে খেজুর বাগান ও মাঠ ময়দান আছে, অতএব আমার গৃহে নামায পড়ার জন্য কোনো রুখসত আছে কি? তখন নাবী ﷺ বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি আযানের ডাকে সাড়া দাও। জামা'আতে উপস্থিত হও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে জামা'আতে শরীক হওয়া থেকে রুখসত দিলেন না যে ব্যক্তি বৃদ্ধ এবং চোখে অন্ধ, দেহে দুর্বল মাসজিদ থেকে দূরে বাড়ি এবং বাড়ি ও মাসজিদের মধ্যখানে খর্জুর বাগান ও মাঠ ময়দান।

অতএব যারা নামাযের জামা'আতে শরীক হয় না তাদের প্রতি তোমরা কঠোর হও। কঠোরভাবে তাদের ঐ নীতিকে ইনকার করো যেহেতু তাদের ঐ কর্মের গুনাহ অতীব মারাত্মক। তোমরা যদি তাদেরকে নসীহাত করা পরিত্যাগ করো তবে তোমরা তাদের পাপের ভাগীদার হবে। সুতরাং তাদের প্রতিবাদ করো। কেননা তোমরা এরূপ করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান।

وجاء عن أبي الدرداء عن ابن مسعود أن الله تبارك وتعالى سن لكل نبي سنة وسن لنبيكم؛ فمن سنة نبيكم هذه الصلاة الخمس في جماعة ....ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم...

সাহাবী আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। (এই মর্মে যে তিনি বলেছেন) ঃ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা প্রত্যেক নাবীর জন্য কানূন-নীতি নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপ তোমাদের জন্যও তিনি নিয়ম-কানুন দিয়েছেন। অতএব তোমাদের নাবীর সুন্নতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে আদায় করার কানুন নির্ধারণ করেছেন। আমি অবগত আছি, তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে নামাযের একটি স্থান আছে। অতএব যদি তোমরা মাসজিদে উপস্থিত না হয়ে তোমাদের গৃহে নামায পড় তবে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নত পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা এভাবে নাবীর সুন্নত পরিত্যাগ করো তাহলে নিশ্চয় তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে।

নামাযে জামা'আতে শরীক হবার জন্য পড়শীকে নসীহাত করা

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং যারা জামা'আতে পিছিয়ে থাকে তাদেরকে জামা'আতে নামায আদায়ের জন্য (শাস্তিমূলক) নির্দেশ দাও। জামা'আত থেকে পিছিয়ে থাকা লোকদের গোনাহ্র অংশীদারিত্ব থেকে তোমরা মুক্তি পাবে না। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের ভাইদের নসীহাত করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঘৃণিত কর্মের প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। আর যদি শক্তি প্রয়োগে অপারগ হও তবে মৌখিকভাবে বলা ওয়াজিব।

وقد جاء الحديث قال «يجيىء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره

فيقول يا رب هذا خانني، فيقول يارب وعزتك ما خنته في أهل ولا مال، فيقول صدق يارب ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها » والمتخلف عن الجماعة عظيم المعصية فاحذر تعلقه بك غدا.

হাদীসে এ বিষয়ে তাকীদ প্রদান করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তি তার পড়শীকে পাকড়াও করে ধরে আনবে। তারপর আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে বলবে ঃ হে মালিক রব্ব! এ ব্যক্তি আমার খেয়ানত করেছে। তখন ঐ পড়শী বলবে ঃ ইয়া রব্ব! আমি তো ধনসম্পদ বা পারিবারিক ব্যাপারে- কোনো কিছুতেই খেয়ানত করিনি। তখন অভিযোগকারী পড়শী বলবে, এ কথা সে ঠিকই বলছে, তবে ব্যাপার এই যে, আমাকে সে পাপের উপর চলতে দেখেছে কিন্তু আমাকে ঐ পাপ থেকে নিষেধ করেনি।

যারা নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হয় না তারা বড় গোনাহে নিপতিত। সুতরাং কাল কিয়ামাত দিবসে তোমাকে জড়িয়ে ধরে তারা অভিযোগ করবে এবং তোমার সাথে মহান জাব্বার আল্লাহ্‌র দরবারে ঝগড়া করবে। এরূপ পরিণতি থেকে সাবধান হও। আজ তাকে নসীহাত করা ছেড়ো না। যদিও তোমায় গালি দেয় বা কষ্ট দেয় কিংবা এতে তোমার সাথে শত্রুতা করে। কেননা আজ দুনিয়ায় তোমার সাথে তার শত্রুতা করা বড়ই মামুলী ব্যাপার কাল কিয়ামাত দিবসে তোমাকে পাকড়াও করা হতে।

فاحتمل الشتمة اليوم لله وفي الله لعلك تفوز غدا مع....

অতএব আজ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাকে সন্তুষ্ট করার পথে গালি বা বেদনাদায়ক কথা সহ্য করো। যার কারণে সম্ভবতঃ কাল কিয়ামাত দিবসে নাবীগণ ও তাঁদের সত্যিকারের অনুসারীদের সাথে তুমি সফলকাম হবে। আর যদি কাউকেও নফল নামায পড়া অবস্থায় দেখ যে, সে তার পিঠ রুকূ ও সাজদার মধ্যে সোজা করছে না, তবে তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য হবে

তাকে সঠিকভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া এবং গলদ তরীকায় নামায পড়া থেকে বিরত রাখা ও নসীহাত করা। এরূপ যদি না করো তবে তার ঐ নামায নষ্ট করার পাপে তুমি অংশীদার হবে।

নফল নামাযে রুকূ সাজদা ঠিকমত আদায় করা

و....يصلى أحدهم تطوعا ولايتم الركوع ولا السجود فيظن أن ذلك يجزئه...

তোমরা জেনে রেখো যে, অনেক মানুষ নফল নামায সম্পর্কে মূর্খতায় নিপতিত। তারা নফল নামাযে রুকূ-সাজদা এবং উভয় রুকন হতে ঠিকমত পিঠ খাড়া করে না, কেননা তারা ধারণা করে যে, ঐভাবে নফল নামায পড়া বৈধ। অথচ ঐ নিয়মে নফল নামায পড়া তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা নফল ইবাদাতে প্রবিষ্ট হবার পর ঐ নামায তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তা সুন্দরভাবে পূর্ণরূপে আদায় করা তার উপর একান্ত করণীয় হয়ে পড়ে। যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি নফল হাজ্জের ইহরাম বাঁধে তখন তার উপর ঐ নফল হাজ্জের যাবতীয় করণীয় ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ঐ নফল হাজ্জে জানোয়ার শিকার করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যদি কেউ নফল রোযা রেখে আসরের সময় ইফতার করে তবে তার উপর ঐ দিনের রোযা কাযা করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো গরীবকে একটা দিরহাম সদ্কা করলো, তারপর ঐ দিরহাম তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে সেক্ষেত্রে ঐ দিরহাম ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে।

তারপর প্রত্যেক নফল কাজে যে প্রবিষ্ট হলো, সে কাজ পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব করে নিলো। আর যদি সে তাতে প্রবিষ্ট না হয় তবে তার প্রতি ঐ কর্তব্য বর্তায় না।

সুতরাং যখন তোমরা কাউকে ফরয কিংবা নফল নামায পড়তে দেখবে, তাকে তা সঠিকভাবে পূর্ণ করার নির্দেশ দাও। যদি না করো তবে তোমরা গোনাহগার হবে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন!

নামাযে ভুল হওয়া এবং ইমামের আগে যাওয়া

কিছু সংখ্যক অবুঝ লোক মন্তব্য করে থাকে, যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ ইমামের আগে আগে যায় তার উপর কোনো গোনাহ্ নেই। তারা নিম্নের এই হাদীসের মর্ম থেকে এরূপ কথা বলে থাকে।

নামাযে যে ব্যক্তি ইমামের বিপরীত করে তার উপর ভুলের সাজদা জরুরী নয়। হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে বটে কিন্তু তারা এর অর্থ ও মর্ম উভয়ই ভুল বুঝেছে। তার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি নামাযে বসার বদলে ভুলবশতঃ ইমামের আগে দাঁড়িয়ে গেলো কিংবা দণ্ডায়মান থাকলে ভুলবশতঃ বসে গেলো; কিংবা নামাযে অন্যমনস্ক হওয়ায় নামায কয় রাকাত হলো তাও মনে রইলো না; কিংবা কোনো তাকবীর ভুলবশতঃ পরিত্যাগ করলো, তার উপর ভুলের জন্য কোনো সাজদা জরুরী নয়। কিন্তু এ কথা নামাযে ইমামের আগে আগে গমনকারীর জন্য নয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আন্হুগণ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশতঃ ইমামের আগে আগে সম্পাদনকারীকে সাজদা সাহ্ করা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা আসেনি।

যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে (রুকূ ও সাজদায়) মস্তক উঠায়, সে ব্যক্তি কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন! এই হাদীসে বলেননি যে, যদি ভুলবশতঃ এরূপ করে থাকে বা তাকে সাজদা সাহু করতে হবে।

وقـــول ابـن مـــســـعـــود : لا وحـــدك صليت ولا بإمـــامك

اقتديت....وقول ابن عمر...لاصليت مع الامام...وأمره بالإعادة، وقول سلمان....ناصيته بيد الشيطان يخفضه يرفعه، ولم يقل إلا أن يكون ساهيا ولم يأمره بسجدتى السهو، وقد سها النبى ﷺ وسها عمر وسها أصحاب رسول الله ﷺ...

সাহাবী ইবনে মাসউদ কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে যাচ্ছিলো ঃ তুমি একা পৃথক নামাযও পড়লে না এবং তোমার ইমামেরও ইক্তেদা করলে না। এখানে বলেননি যে হ্যাঁ, তা যদি ভুলবশতঃ হয় তবে তাতে দোষ নেই। অথবা সাহু করলে তা শুধরে যাবে। অনুরূপ সাহাবী ইবনে উমার (রা) এর মন্তব্য– ঐ ব্যক্তির প্রতি যে তাঁর সাথে নামাযে আগে আগে রুকূ ও সাজদায় যাচ্ছিলো– তুমি আলাদাভাবেও নামায পড়লে না এবং ইমামের সাথেও নামায সম্পাদন করলে না। সেক্ষেত্রে সাহাবী ইবনে উমার বলেননি যে, ভুলবশতঃ ঐরূপ হলে সাজদা সাহু দ্বারা শুধরে নিবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করলেন এবং তাকে নামায শুধরে পড়ার নির্দেশ দিলেন। অনুরূপ সালমান (ফারসী)-এর উক্তি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে (রুকূ সাজদায়) মাথা নোয়ায় এবং আগে উঠায় তার মাথা শয়তানের হস্তে, শয়তান তার মাথা উঁচু-নীচু করে। এখানে ভুলবশতঃ হলে ঐরূপ নয়– এ কথা বলেননি বা ঐ ভুলের জন্য সাজদা সাহু করারও আদেশ দেননি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ভুলে যান এবং উমার (রা) ও ভুলে যান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণেরও ভুল হয়েছিল। সাহাবাগণের ভুল বিভিন্নমুখী হয়েছে। কেউ ভুলে প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন তারপর শেষ দু' রাকাতে পড়েছেন। তাঁদের অন্য কেউ প্রথম তাশাহ্হুদে বসেননি। কেউ তৃতীয় রাকাতের পর যেখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া জরুরী, সেখানে বসে পড়েছেন। এই ধরনের যাবতীয় ভুলের জন্য দু'টি সাজদা সাহু রয়েছে। এরূপ বর্ণনা মুতাবেক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ সমস্ত ভুলের জন্য দু'টি সাহু সাজদা হলো সুন্নত তরীকা।

فأما سبق الإمام فإنما جاء عنهم أنه لا صلاةله-ولم يعذره النبى ﷺ ولا أصحابه رضى الله عنهم ولا أمروه بسجدتى السهو بل أمره بالإعادة، وخوفه النبي ﷺ أن يحول رأسه رأس حمار...

বস্তুতঃপক্ষে নামাযের আহকাম পালনে ইমামের আগে যাওয়া সম্পর্কে সাহাবা (রা) থেকে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথাই প্রমাণিত হয়েছে। চাই তা ভুলবশতঃ অথবা ইচ্ছাকৃত (মূর্খতাবশতঃ) হোক। এক্ষেত্রে ভুলের কোনো স্থান নেই যে ভুলের কারণে তাকে দোষমুক্ত বলা যেতে পারে। এ স্থলে ভুলের বৈধতা কোথায় যেখানে সে ইমামকে দেখছে যে, ইমাম সাজদার জন্য ঝুঁকছে এমতাবস্থায় সে ইমামের আগেই সাজদায় চলে যায়। কিংবা দেখে যে, ইমাম এখনও সাজদায় আছে কিন্তু ঐ মুক্তাদী তার আগেই মাথা উঠায়। অথবা ইমাম যে মুহূর্তে কেরাত হতে ফারেগ হলো এবং তখনও রুকূর জন্য ঝুঁকেনি- কিন্তু মুকতাদী ইমামের রুকূর জন্য আল্লাহু আকবার বলার আগেই রুকুতে চলে গেলো। যখন ইমাম রুকূ কিংবা সাজদা করবে বা রুকূ ও সাজদায় মাথা উঁচু-নীচু করবে, কেরাতের পর আল্লাহু আকবার বলা শেষ করবে- এই সমস্ত যাবতীয় ক্ষেত্রে মুকতাদির জন্য উচিত ছিল ইমামের অপেক্ষা করা, তারপর ঐ কাজগুলো ইমামের পরে পরে করা। (দূরে অবস্থান অথবা অন্ধকারের জন্য ইমামকে দেখতে না পাওয়ার কারণে) প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইমামের আল্লাহু আকবার বলা শেষ হবার পর ঐ কাজগুলো করা উচিত। এখানে ভুলের কোনো স্থান নেই যাতে ভুলের কারণে সে রেহাই পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইমামের আগে আগে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ভুলের কারণে তাকে নির্দোষ বলেননি এবং তার জন্য সাজদা সাহু করারও আদেশ দেননি বরং সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-গণ তাকে নামায দোহরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ লোকদের মাথা গাধার মাথায় রূপান্তরিত হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছেন। এটা নামাযকে হালকা এবং হেয় মনে করার কারণে এবং নামাযের বিরাট গুরুত্বকে ছোট করে দেখার জন্য।

সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেন সাবধান হয়ে যায় এমন কাজ করা থেকে নিজেদেরকে দোষমুক্ত করার জন্য যাতে কোনো ওযর-আপত্তির স্থান নেই। ফলে নিজের ঐ অন্যায়ের বোঝা যেন ঘাড়ে চাপিয়ে না নেয় যাতে কোনোরূপ আপত্তি চলবে না। আর দেখাদেখি ঐ অন্যায়ে অন্যদের পাপের বোঝা নিজের বোঝার সাথে বহন না করে। এক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অসার যুক্তি দ্বারা যেন প্রমাণ উত্থাপন না করে যে যুক্তি কোনো সৎলোক দেখাননি।

فاغتنموا عباد الله بصلاتكم فإنها آخر دينكم وليحذر امرؤ أن يظن أنه قد صلى وهو لم يصل...فإنه جاء الحديث :

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের নামাযকে গনীমত মনে করো। কেননা ওটাই তোমাদের দ্বীনের শেষ কাজ। প্রত্যেক মুসলিম যেন সাবধান হয়ে যায় এ কথা মনে করা হতে যে, সে নামাযী হয়ে গেছে। অথচ সে হাদীস মোতাবেক নামায সমাধা করেনি। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

«إن الرجل يصلى ستين سنة وماله صلاة قيل : وكيف ذلك؟ قال يتم الركوع ولايتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع»

এক ব্যক্তি ষাট বছর যাবত নামায পড়তে থাকে অথচ তার কোনো নামাযই শুদ্ধ হয় না। বলা হলো, তা কীভাবে হয়? বললেন, রুকূ পুরাপুরি করে কিন্তু সাজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা সাজদা পূর্ণভাবে করে রুকূ ঠিকমত করে না।

وجاء الحديث عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي ولايتم ركوعه ولاسجوده فقال حذيفة : منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ أربعين سنة، قال حذيفة : ما صليت، ولوموت لمت على غير الفطرة.

সাহাবী হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন। ঐ ব্যক্তি নামাযে তার রুকূ ও সাজদা

পুর্ণরূপে করছিল না। হুযায়ফা (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি কতদিন হতে এ রকম নামায পড়ছো? সে ব্যক্তি বললো ঃ ৪০ বছর যাবত। হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ তুমি আদৌ নামায পড়নি, আর যদি তুমি এই নামায পড়া অবস্থায় মারা যাও তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপরীত তরীকায় মরবে।

রুকূ সাজদা অসম্পূর্ণ হলে নামায বাতিল

وجاء الحديث عن ابن مسعود...قال إني أرى عجبا، أرى رجلين : أما أحد هما فلا ينظر الله إليه، وأما الآخر فلا يقبل الله صلاته......

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে এই মর্মে হাদীস এসেছে যে, তিনি তাঁর শাগরেদগণকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, অকস্মাৎ তিনি তাঁর হাদীস বর্ণনা বন্ধ করে দিলেন। শাগরেদগণ তাঁর চুপ থাকাতে বললেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আপনার কী হলো যে, আপনি হাদীস বর্ণনা বন্ধ করলেন? তখন তিনি বললেন ঃ আমি আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। দু' লোক দেখছি, তাদের মধ্যে একজনের প্রতি আল্লাহ ফিরে চাইবেন না, আর অপর জনের আল্লাহ নামায কবুল করবেন না। শাগরেদগণ বললেন ঃ সেই দু'জন কারা? তিনি বললেন ঃ

أما الذي لا ينظر الله إليه فذلك الذي يمشي يختال في مشيه، وأما الذي لا يقبل الله صلاته فذلك الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده.

যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিপাত করবেন না, সে ঐ ব্যক্তি যে তার হাঁটার সময় আত্মগৌরব প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তির নামায আল্লাহ্ কুবল করবেন না সে ঐ ব্যক্তি যে নামায পড়ে, অথচ রুকূ-সাজদা পূর্ণ করে না।

وجاء الحديث أن رجلا دخل المسجد فصلى ...فقال له النبي ﷺ ..ماصليت قم فأعدها...فلما كانت الثالثة أو الرابعة علمه النبي ﷺ كيف يصلي كما علمه النبي ﷺ

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস এসেছে যে, এক ব্যক্তি মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করার পর (দু' রাকাত নফল) নামায পড়ছিল।* তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসলো! নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি নামায পড়েছো? সে ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তো নামায (ঠিকমত) পড়নি। অতএব পুনরায় নামায পড়ো। সে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার বললেন ঃ

তুমি কি (সঠিক ভাবে) নামায পড়েছো? সে ব্যক্তি বললো ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন এর পরেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার নামায পড়া হয়নি। তুমি পুনরায় ঠিকমতো নামায পড়ো। তারপর সে ঐ নামায পুনরায় দোহ্‌রিয়ে পড়েছিল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থবারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিলেন কী নিয়মে সে নামায পড়বে। সুতরাং শেষবারে ঐ ব্যক্তি ঐ নিয়মে নামায আদায় করলো যেভাবে নামায পড়ার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিলেন।

এই কিতাব প্রচারকারীর জন্য ইমাম সাহেবের দোয়া

فرحم الله امرءً. احتسب الأجر والثواب فيبث هذا الكتاب في أقطار الأرض : فإن آهل الإسلام محتاجون إليه لما قد شملهم من

---

* সহীহ বুখারী। (তা ছিল দাখেলী মসজিদ, তাই নফল বলা হলো, ঐ ব্যক্তির নাম খাল্লাদ ইবনে রাফে) ফাতহুল বারী।

الاستخفاف في صلاتهم والإستهانة بها : والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

আল্লাহ্ রহম করবেন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে আল্লাহ তা'আলার কাছে ভালো বদলা পাবার আশায় ও নেকী মনে করে এ কিতাবখানি পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচার করবে। কেননা মুসলিম বিশ্ব এ কিতাবের মুখাপেক্ষী। মুসলিম বিশ্ব তাদের নামাযের গুরুত্ব হ্রাস করায় এবং নামাযকে হালকা মনে করে আদায় করার কারণে এরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের জন্য এ কিতাবের বিষয় অবগত হওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সঠিক কথা অধিক জ্ঞাত, তাঁর কাছেই আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি শেষ গন্তব্যস্থল।

تم الكتاب وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

কিতাবখানি সমাপ্ত হলো, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক, আমাদের অধিনায়ক ও সহায়ক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

تمت الترجمة بحمد الله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات.

وأنا الفقير المذنب أبو محمد عليم الدين بن موسى بن لقمان بن نصير الخادم الندياوى

অনুবাদক ঃ আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন ইবনে মূসা ইবনে লোকমান ইবনে নাসীর আল্ খাদেম আন্-নদীয়াভী।